বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য পাট খাতকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি সংশোধিত ম্যানিফেস্টো, ৩য় প্রকাশ ঘোষণায় পাট সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। পাট উপ-শিরোনামের অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছিল "পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিতে হইবে। সরকারি তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত একটি পাট-ক্রয় ও পাট-রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সংখ্যক শাখার মাধ্যমে পাট সরাসরিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকিবে না। তবে পাট বিক্রয় ও রপ্তানির মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হইবে উহা পাটচাষীদের কল্যাণে এবং পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের গবেষণায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করিতে হইবে। পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা এতদিন আংশিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পাট ব্যবসা জাতীয় করণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনা আবশ্যক। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন থাকিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের সমস্ত পাট ক্রয় করিতে সক্ষম হয়।"

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-ই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান যা ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযায়ী গঠিত হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর : ২০১৭-১৮

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৮
প্রকাশিত সংখ্যা : প্রথম প্রকাশ

পৃষ্ঠপোষকতায়
ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান
চেয়ারম্যান, বিজেএমসি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ আবদুল হক পাটওয়ারী, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি
মোঃ আশরাফ হোসেন চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি
সীমা দাস, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), জনসংযোগ বিভাগ, বিজেএমসি
মোহাম্মদ নাদিরুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন), এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি
সংগীতা রাণী পোদ্দার, সিস্টেম এনালিস্ট, এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

প্রচ্ছদ
সুস্মিতা সাহা রিমি

অঙ্গসজ্জায়
মোহাম্মদ নাদিরুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন
এমআইএস বিভাগ, বিজেএমসি

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ : ইমপ্রেশন মিডিয়া কমিউনিকেশন
এস ১৫৮-১৫৯, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, কাটাবন রোড, ঢাকা

জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ উদযাপন

বাংলার পাট ক্রান্তিকাল পেরিয়ে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখছে। ন্যাচারাল ফাইবারের ব্যাপক চাহিদা ও সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ হিসেবে খ্যাত পাট হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ০৬ই মার্চ ২০১৮ তারিখে সারাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্‌যাপিত হলো **জাতীয় পাট দিবস ২০১৮**। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"সোনালি আঁশের সোনার দেশ, পাট পণ্যের বাংলাদেশ"**।

৬ই মার্চ জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সরকারি খাতের পাটকলগুলো লাভজনক করে গড়ে তুলতে আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন- "এ খাতের যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত পুরনো। কাজেই মেশিনারিজগুলো বদলাতে হবে"। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন আর যেখানে যেটুকু সমস্যা দেখা দেয়, তা সমাধান করবে সরকার। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মুহাঃ ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি এবং বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফয়জুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রহণ করা হয় ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি। পাট দিবসের গুরুত্ব ও পাট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গ্রুপভিত্তিক এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৬জনকে ৬ই মার্চের পাট দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও ১১টি ক্যাটাগরিতে আরও ১২ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর পাটপণ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্রও প্রদর্শিত হয়। পাটপণ্য মেলার শুভ উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও অনুশাসন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বিজেএমসিকে দেয়া নির্দেশনাসমূহ

* বিজেএমসিকে স্বাবলম্বী হতে হবে। এ লক্ষে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে এবং বিজেএমসি'র সমস্যা সমাধানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করবে।

  ক) পাটকলগুলোর পুরাতন মেশিনের স্থলে আধুনিক মেশিন বসাতে হবে।

  খ) বন্ধ ও পরিত্যক্ত কোন মিল চীনের সাথে সহযোগিতা করে চালু করা যায় কিনা এবং তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় কিনা সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্য কোন দেশ থেকে প্রস্তাব এলে তাও বিবেচনা করতে হবে।

* বিজেএমসির অব্যবহৃত জায়গায় ছোট ছোট প্লট করে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিয়ে Jute Related কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

* চেয়ারম্যান, বিজেএমসি'র মিলগুলোকে কীভাবে লাভজনক করা যায় সে সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে আলাদা সভার আয়োজন করতে হবে।

* পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

* Jute Geotextile এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। পণ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

* বিজেএমসি'র পুরাতন মেশিনসমূহ পরিবর্তন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে G to G ভিত্তিতে এবং সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে BMRE করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চীনের CTEXIC এর সাথে বিজেএমসি'র একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

* মিলসমূহের জমিতে ছোট ছোট প্লট করে পাট শিল্প করাখানা স্থাপনের নিমিত্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

* বিজেএমসি'র লোকসানের প্রকৃত কারণ উৎঘাটন করা হয়েছে। খাতওয়ারী লোকসানের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে তা নিরসনের মাধ্যমে বিজেএমসিকে পর্যায়ক্রমে লাভজনক করার কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

* মতিঝিলস্থ করিম চেম্বারের স্থলে "সোনালী আঁশ ভবন" নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

* পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ কল্পে এজেন্সির সংখ্যা কমানো, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মিলসমূহের পাটপণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করা, উৎপাদন কাজে থ্রেড ওয়েস্টেজ পুনঃব্যবহার করা, মিলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়-হ্রাস, সকল পাটক্রয় কেন্দ্রের পাটক্রয় কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় আনা, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, "ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং এ্যাক্ট ২০১০" বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার অনুসন্ধান ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

* পাটজাত বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে জুট জিও টেক্সটাইলস্ এর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, Viscose/ সুতা উৎপাদন, বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরি স্থাপন, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন, ডেকোরেটিভ ফ্যাব্রিক্স ইউনিট স্থাপনসহ মোট ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ শ্রাবণ ১৪২৫
০২ আগস্ট ২০১৮

বাণী

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশ উপলক্ষে আমি এ করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাট ও পাটশিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাট ও পাটশিল্পের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দেশের জনগণের একটি বৃহৎ অংশের জীবন-জীবিকা পাট ও পাটশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পাটকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বন্ধ হওয়া ৫টি পাটকল পুনরায় চালু করেছি। এর ফলে পাটকলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। আমরা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনসহ মান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করেছি। পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাট থেকে পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ, পাট পাতা থেকে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, পাট থেকে জুট-জিও টেক্সটাইল, হোস টেক্সটাইল, বিভিন্ন ডেকোরেটিভ আইটেমসহ নানাবিধ পণ্য উদ্ভাবনের ফলে দেশের ভিতরে ও বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটশিল্পকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাট পণ্য এবং পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পাটের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ পাট ও পাটশিল্প সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনসহ সরকারি-বেসরকারি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাটশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

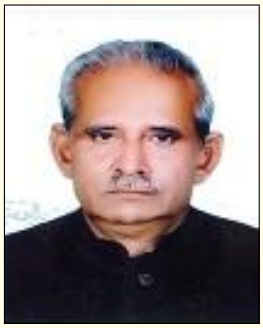

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং অস্তিত্বের সাথে পাট ও পাটশিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যাক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসির নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহ পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৬৬ সালে "বাংলার মুক্তির সনদ" হিসেবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক ছয়দফা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এখনও বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাটের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন দেশে সিনথেটিক পণ্য ব্যবহার বন্ধ হওয়ায় অপ্রচলিত পাটপণ্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্লাস্টিক ও পলিথিন পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাবে জীবন ও পরিবেশে নানামুখী হুমকি সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব ও সহজে পচনশীল পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার ও চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাটক্রয় কার্যক্রম, উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি, বিপণন কার্যক্রম, নতুন বাজার সৃষ্টি ও হারানো বাজার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেএমসি বর্তমানে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজেএমসি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কর্তৃক প্রকাশিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০/০২/২০১৮

মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক এমপি

প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পাটখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। একসময় পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। স্বাধীনতার প্রথম ৪ বছর বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অর্জিত হতো পাট ও পাটপণ্য থেকে। পরবর্তীতে কৃত্রিম তন্তুজাত বিকল্প পণ্যের আবির্ভাব ও ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের ফলে পাটখাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এতদসত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে পাটখাত এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং আমদানী রপ্তানীর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে অসমান্য ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য নানামূখী বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেএমসি'র মিলসমূহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে মিলগুলো চীন ও বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও পুরাতন মেশিনসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত ৩টি প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদন পেয়েছে। সম্ভাবনাময়ী পাটশিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে জামালপুরের মাদারগঞ্জে স্থাপন করা হচ্ছে "শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল"। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বাড়াতেই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাট হতে বস্ত্রশিল্পের মহামূল্যবান ভিসকস্ উৎপাদনের প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে বিজেএমসি কর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। লতিফ বাওয়ানী জুটমিলে পাট হতে পলিথিনের বিকল্প "সোনালী ব্যাগ" উৎপাদনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, পাট পাতা হতে পানীয় উৎপাদন, পাট হতে কম্পোজিট টেক্সটাইল ও জুট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে বিজেএমসি'র স্বাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাটখাতের বাজার সম্প্রসারণ, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে বিজেএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে, আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি। পাশাপাশি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম এমপি

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিজেএমসির সকল কর্মচারিকে এজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পাটকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো পাটশিল্প ধ্বংস করে। একের পর এক পাটকল বন্ধ করে দেয়। বিএনপি সরকার ২০০২ সালে অন্যান্য পাটকলসহ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজীও বন্ধ করে দেয়। ফলে পাটশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নে নানামূখি উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি বিজেএমসি কর্তৃক পাট পাতা থেকে পানীয়, পাটের আঁশ থেকে ভিসকস ও পচনশীল পলিমার সোনালীব্যাগ, জুট জিও টেক্সটাইল, পাটকাঠি থেকে চারকোলসহ নানামুখি পণ্য তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করায় পাটের সোনালী অতীত ফিরে পেতে শুরু করেছে।

আমি আশা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সোনালী আঁশ অন্যতম হাতিয়ার হবে। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনসহ সরকারি-বেসরকারি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে আমরা সক্ষম হব।

আমি বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি

সিনিয়র সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিজেএমসি'র সকল কর্মচারিকে এজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পাট একমাত্র দেশজ পণ্য যা এদেশের মাটিতে উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে বিভিন্ন পাটপণ্য উৎপাদনের পর বিদেশে রপ্তানী করে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের চাহিদা আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটখাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যুগোপযোগী আইন ও নীতি প্রণীত হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহিত উদ্যোগের সাথে তাল মিলিয়ে পাটখাতের হৃত গৌরব ফিরতে শুরু করেছে। প্রচলিত পদ্ধতির পাটজাত পণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজেএমসি'র ৩টি প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক এ অনুমোদন পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে পাটকলগুলি আধুনিকায়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিজেএমসি ২০ বছর মেয়াদী (স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী) পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা মোতাবেক বিজেএমসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি আশা করি।

মো. ফয়জুর রহমান চৌধুরী

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

মুখবন্ধ

সোনালি এবং রেশমী উজ্জ্বলতার জন্য পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। বিশ্বের উৎকৃষ্ট মানের পাট গঙ্গা বদ্বীপে উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সবার শীর্ষে। এক সময় পাট ও পাটজাত শিল্পই ছিল এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। পাট হতে অর্জিত বৈদেশিক আয়ের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ আজও পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসি (East Pakistan Industrial Development Corporation)-এর মোট ৬৭টি পাটকলের তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। বিজেএমসি'র মূল লক্ষ্য হল কৃষকের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে সময়মত পাটক্রয়ের পর পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা, পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

বিজেএমসি পাটের বহুমুখি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাট পাতা থেকে পানীয়, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের সোনালি ব্যাগ, পাটের আঁশ থেকে ভিসকস, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ইউনিট স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে বিজেএমসি'র অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসি জন্মলগ্ন থেকে পাটশিল্পের উন্নয়নে এবং পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত পুরাতন মেশিনসমূহের উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৫০% কমে গেছে, যা বিজেএমসি'র লোকসানের একটি বড় কারণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় মিলগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি বিশ্ব বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করা হলে বিজেএমসি'র সাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম হবে এবং বাংলার সোনালি আঁশ খ্যাত পাট তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

পাটের গতানুগতিক ব্যবহারের পাশাপাশি বহুমুখী ব্যবহারের বিষয়ে বিজেএমসিসহ এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সকলকে পাটপণ্য ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে হবে। আর এজন্য পাট পরিবারের সদস্য তথা শ্রমিক ও কর্মচারি সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। আশা করি তথ্যবহুল প্রতিবেদন আগামীতে কাজের সহায়ক হবে।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রণয়নে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২২/১২/১৯

ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান

সূচীপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৩
০২	বিজেএমসি'র মূল্যবোধ	৪
০৩	বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য	৫
০৪	জাতীয় দিবস পালন	৭-১০
০৫	সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	১১-১৬
০৬	বিজেএমসি'র কার্যাবলী ২০১৭-১৮	১৭-২০
	* প্রশাসন ও সাধারণ সেবা	২১-২৬
	* পাটক্রয় ও উৎপাদন	২৭-৩০
	* বিপণন	৩১-৩৭
	* পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৯-৪৪
	* গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ	৪৫-৪৯
	* হিসাব ও অর্থ বিভাগ	৫১-৫৫
০৭	পরিশিষ্ট	৫৭-৬৮

বিজেএমসি'র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য

রূপকল্প

বিজেএমসি-কে একটি স্বাবলম্বী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণ।

অভিলক্ষ্য

- স্থানীয় কাঁচাপাট ব্যবহার করে সর্বোৎকৃষ্ট প্রচলিত ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করা।
- পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা করা।
- বিশ্ব বাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ করা।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।
- পণ্যের মোড়কীকরণে পাটপণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এর আওতায় পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ করা।
- সিনথেটিক পণ্য বর্জন এবং পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক পাটপণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়ন এবং পাট নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।
- শ্রমিক এবং কর্মচারীদের প্রাপ্য আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

বিজেএমসি'র মূল্যবোধ

- আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি।
- জাতির পিতা আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস।
- দেশপ্রেম আমাদের অগ্রাধিকার।
- আমাদের স্বপ্ন একটি উন্নত জাতি গঠন।
- আমরা "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়তে প্রত্যয়ী।
- উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন চাই।
- শৃঙ্খলা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
- আমরা কর্মে বিশ্বাসী।
- আমরা পাট পরিবারের সদস্য।
- বিজেএমসি আমার, আমি বিজেএমসি'র।
- পাটপণ্য ব্যবহার করি, পরিবেশ রক্ষা করি।

বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য

কৌশলগত সাধারণ উদ্দেশ্য

- ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি কাঁচাপাট ক্রয়;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুসারে পাটজাত পণ্য উৎপাদন;
- পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- প্লান্ট ও মেশিনারীজ কার্যক্ষম রাখা ও উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

কৌশলগত আবশ্যিক উদ্দেশ্য

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

জাতীয় দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী। শুরুতেই শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পাশাপাশি বিজেএমসি'র কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ বিষয়গুলি উঠে আসে। পরিশেষে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা শেষ হয়।

৭ই মার্চ এ জাতির জনকের ভাষণ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর Memory of the World Register এ প্রামাণ্য ঐতিহ্য (Documentary Heritage) হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে ৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মির্জা আজম এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর, সংস্থার প্রতিনিধিগণ, বিজেএমসির পরিচালকবৃন্দ, উপদেষ্টামণ্ডলী, সচিব এবং সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রেক্ষাপট, জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং ইউনেস্কোর Memory of the World Register এ প্রামাণ্য ঐতিহ্য (Documentary Heritage) হিসেবে স্বীকৃতির গুরুত্ব ও বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় বৃদ্ধিতে ৭ই মার্চের ভাষণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী এবং বিজেএমসির পরিচালকমণ্ডলী, সচিব এবং সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর ও বিজেএমসিকে সাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে (২রা এপ্রিল ২০১৮ তারিখে) বিজেএমসি কনফারেন্স কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতেই শহীদদের স্মরণে ১(এক) মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজেএমসির পরিচালকমণ্ডলী, উপদেষ্টাগণ, সচিব এবং সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং আদর্শের দিকে আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বিজেএমসিকে একটি দুর্নীতিমুক্ত আর্দশ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় উৎপাদনের কারখানা স্থাপন পাইলট প্রকল্প

পাইলট প্রকল্পটি জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠান Intertop UG-এর সহযোগিতায় মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে বাস্তবায়নাধীন। মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে উৎপাদিত সমুদয় পাট পাতা (২ টন বা ততোধিক) Intertop UG কর্তৃক ক্রয় করার চুক্তি করা হয়েছে। পাট পাতার গুণাগুণ এবং বিভিন্ন Variety সম্পর্কে Intertop UG সাথে দেশ বিদেশের ল্যাবে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। যার ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী পাটপণ্য মেলা-২০১৮

পাটপণ্যকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ৬মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন এবং পাটশিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেন। এ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গনে পাটপণ্য মেলা-২০১৮ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন- "আমরা পাটশিল্পকে আরও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পাট উৎপাদন, পাট সংগ্রহ, পাট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি"। তিনি বিজেএমসি'র স্টল পরিদর্শন করেন এবং সোনালী ব্যাগ এর বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এছাড়া মাননীয় স্পীকার পাট পাতার পানীয় এর ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং তা পান করেন। মেলায় আগত দর্শনার্থীগণ বিজেএমসি'র স্টলের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

৬ই মার্চ ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বহুমুখী পাটপণ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পাট হতে সোনালীব্যাগ উৎপাদন কারখানা স্থাপন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক এমপি লতিফ বাওয়ানী জুটমিলের একটি ইউনিট হিসেবে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিকভিত্তিক সোনালী ব্যাগের উৎপাদন শুরু হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাট হতে উৎপাদিত পলিব্যাগকে "সোনালীব্যাগ" নামকরণ করেন। পরিবেশ দূষণকারি পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব "সোনালীব্যাগ"-এর মাধ্যমে পাটের স্বর্ণযুগের সূচনা হবে।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সোনালীব্যাগ শুভ উদ্বোধন

পাট হতে পলিথিন উৎপাদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা -২০১৮

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৮ তে
রিজার্ভ প্যাভিলিয়নে বিজেএমসির ৩য় স্থান অধিকার

এবারই প্রথম বিজেএমসি নিজস্ব প্যাভিলিয়নে রাজধানীর শেরেবাংলানগরে ১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং এ মেলায় বিজেএমসি'র ২৫ টি মিলও অংশগ্রহণ করে। প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু কর্নার, ইনোভেশন কর্নার, ট্র্যাডিশনাল ও এমপিএ কর্নার, ডাইভারসিফাইড কর্নার, পাটপানীয় কর্নার, জুটো-ফাইবার গ্লাস কর্নার, মিলস্ ফার্নিশিংস কর্নার, গালফ্রা-হাবীব কর্নার, এসএমই প্রমোশন কর্নার, স্পোর্টস ও সিএসআর কর্নার, তথ্য/ অতিথি কর্নারে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়।

আগত দর্শনার্থীরা প্যাভিলিয়ন এবং পণ্যসামগ্রীর প্রশংসা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় মেলা কর্তৃপক্ষ বিজেএমসিকে রিজার্ভ প্যাভিলিয়নগুলোর মধ্যে ৩য় পুরস্কার প্রদান করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে মেলা কর্তৃপক্ষ বিজেএমসি-কে সম্মাননা প্রদান করেন। এ উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি মেলায় বিজেএমসি'র প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা-২০১৮

১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়।

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ঢাকা, নরসিংদি, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, সিরাজগঞ্জ এ ৬টি জেলায় অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

করিম জুট মিলে বিজেএমসি'র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এটি প্রথম ধাপে প্রায় ৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে।

বেলিং হুপস্ ইউনিট স্থাপন

গালফ্রা হাবিব লিঃ এ একটি বেইলিং হুপস্ ইউনিট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রতি বৎসর বিজেএমসি'র ২২টি পাটকলে প্রায় ১৮/১৯ কোটি টাকার বেইলিং হুপস্ আমদানি/ক্রয় করা হয়। এ ইউনিট স্থাপিত হলে বিজেএমসি'র মিলসমূহে বেইলিং হুপস্ আমদানি/ক্রয় করতে হবে না এবং আর্থিক সাশ্রয় হবে।

লেমিনেশন প্লান্ট স্থাপন

বর্তমানে বিজেএমসি'র ১ টি মিলে লেমিনেশন প্লান্ট/কারখানা রয়েছে। বিএডিসি, কেমিক্যাল, সুগার এন্ড ফুডসহ সরকারি/বেসরকারি স্থানীয় বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র অন্যান্য মিলে আরো লেমিনেটেড ব্যাগ উৎপাদন/সরবরাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৩টি মিলে Lamination Plant স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সয়েল সেভার প্লান্ট স্থাপন

বর্তমানে বিজেএমসি'র ১ টি মিলে Soil Saver প্লান্ট/কারখানা রয়েছে। স্থানীয়/বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র অন্যান্য মিলে আরো Soil Saver পণ্যের উৎপাদন/সরবরাহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে Soil Saver প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বায়োমেট্রিক হাজিরা

Bio-metric attendance এর মাধ্যমে BJMC প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অফিস ও ২৫ টি মিলে হাজিরা ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের হাজিরা নিশ্চিত করে আর্থিক কৃচ্ছতা সাধন করা এবং উৎপাদন তথা সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সেলস মেমো ইস্যু পদ্ধতি পরিবর্তন

প্রকল্প প্রধানগণকে Sales Memo Issue করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এতে করে যেকোন অনিয়ম দূরীকরণে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পূর্বে প্রধান কার্যালয় হতে সেলস মেমো ইস্যু করে রপ্তানী বিভাগীয় প্রধানকে প্রেরণ করা হত।

নথি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার

বিজেএমসিতে পূর্বে ৭ টি স্তরে নথি ব্যবস্থাপনা ছিল (এসিও, সহ-ব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক, সচিব/পরিচালক), যা পরিবর্তন করে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট (নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্থাপক, সচিব/পরিচালক) নথি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়ের অপচয় রোধ হবে এবং জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও একক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ইআরপি (Enterprise Resources Planning)

২০১৬ সাল হতে বিজেএমসিকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য ERP এর সকল প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ERP-এর টেন্ডার ডকুমেন্টস হিসেবে EOI, TOR, RFP, Budget প্রস্তুত করা হয়। বিজেএমসি'র সকল মিল, জোন ও প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের কাজের সমন্বয় করে ERP এর software হিসেবে ১৬ টি মডিউল তৈরি করা হয়। ERP software কে support দেয়ার জন্য মিল, জোন ও প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা Hardware ও Network মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে সার্ভে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে (Diagram সহ) Hardware ও Network এর বিভিন্ন আইটেমসমূহের বাজেট প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'তে কর্পোরেট পর্যায়ে ERP প্রস্তুত করার সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিজেএমসি'র কার্যাবলী ২০১৭-১৮

বিভাগভিত্তিক কার্যক্রম

পটভূমি

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের যাত্রা মূলতঃ শুরু হয় ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জে বেসরকারি মিল বাওয়া জুট মিলস লিঃ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পূর্বে জুট মিলের সংখ্যা ছিল ৭৫।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং P.O-২৭ (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, 1972) অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যাক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসি (East Pakistan Industrial Development Corporation) এর মোট ৬৭টি পাটকলের তদারকি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। ১৯৮১ সালে এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা ছিল ৮২টি।

১৯৮২ সালের পর মোট ৮২টি পাটকল এর মধ্যে ৩৫টি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণ, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার এবং ১টি পাটকল (বনানী) ময়মনসিংহ পাটকলের সাথে একীভূত করার পর বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিল সংখ্যা ৮২ থেকে কমে ৩৮টিতে দাঁড়ায়।

১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংকের পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট ১১টি মিল বন্ধ/বিক্রয়/একীভূত করার ফলে এবং বিশেষ করে ২০০২ সালে আদমজী জুট মিলস বন্ধ হওয়ার পর বিজেএমসি চরম আর্থিক দূরাবস্থার সম্মুখীন হয়। ২০০৫-২০০৮ সালের দিকে খুলনা অঞ্চলের শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত খালিশপুর এলাকা মৃত নগরীতে পরিণত হয়। বিজেএমসি'র পাটকলগুলোতে ৩০-৪০ সপ্তাহের মজুরি এবং ৬-৭ মাসের বেতন বকেয়া পড়ে যায়।

পাট ও শ্রমিকবান্ধব বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারি তহবিল থেকে বিজেএমসি'র পাটকলগুলোর বকেয়া মজুরি এবং বেতন পরিশোধ করা হয়। পূর্বে বন্ধ ঘোষিত ২টি জুট মিল খালিশপুর জুট মিলস্ লি. ও জাতীয় জুট মিলস লি. ২০১১ সালে নতুন নামে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৩ সালে ৩টি জুট মিলের পুনরোৎপাদন শুরু করা হয়। মিলগুলো চালু হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এলাকাবাসীদের মাঝে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা ৩২ টি। তন্মধ্যে চালু রয়েছে ২৫টি (তিনটি নন-জুট মিলসহ)। ৫টি নিয়ে মাননীয় আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। একটিতে Viscose উৎপাদন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, অপর ১টি নিয়ে বিক্রয়োত্তর মামলা রয়েছে।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলী

রাষ্ট্রীয় এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান। বিজেএমসি'র মূল লক্ষ্য হল সময়মত পাটক্রয়ের মাধ্যমে পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসি বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা করা, পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা, প্রতিটি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

পরিচালনা পর্ষদ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম-সচিব পদমযাদার অনুর্ধ্ব ৫ জন পরিচালক থাকার বিধান রয়েছে। বিজেএমসি'তে কর্মরত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ নিয়োজিত হয়ে বিজেএমসি'র কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিজেএমসি'র পরিচালকমণ্ডলির একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি।

আঞ্চলিক দপ্তর

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্ত বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চলসমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা। লিয়াজোঁ কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকিতে নিয়োজিত আছেন।

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকল ও মিল কারখানার সংখ্যা

মিলের ধরণ	মিল সংখ্যা
পাটকল/ জুট মিল	২২টি
নন-জুট মিল	৩টি
বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিল্‌স লিঃ মামলাজনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি)	১টি
পুনঃগ্রহণ কৃত মিলের সংখ্যা	৬টি
মোট মিলের সংখ্যা	৩২ টি

পুনঃগ্রহণকৃত মিলসমূহ

সরকার কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে গেজেট অনুযায়ী বিজেএমসি'র আওতাধীন ৩৫ টি মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়। উক্ত মিলসমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে নিম্নলিখিত ০৬ টি মিল সরকার কর্তৃক Take back এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিজেএমসি'র অধীনে ন্যাস্ত করা হয়।

১। ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
২। এ. আর. হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর
৩। ফৌজি চটকল লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী
৪। তাজ জুট বেকিং লিঃ, শিমড়াইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৫। সুলতানা জুট মিলস লিঃ, সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
৬। কো-অপারেটিভ জুট মিলস লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী

প্রশাসন ও সাধারণ সেবা

প্রশাসন ও সাধারণ সেবা

সাংগঠনিক কাঠামোতে নথি ব্যবস্থাপনায় স্তরবিন্যাসে বর্তমান অবস্থা ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দেখানো হল:

বর্তমান অবস্থা	প্রস্তাবিত ব্যবস্থা	
চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান	
⇩	⇩	
৬. পরিচালক/সচিব	৩. পরিচালক/ সচিব	বোর্ড সচিবালয় বিভাগ
৫. মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক	২. মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক	উপ-বিভাগ
৪. ব্যবস্থাপক	১. ব্যবস্থাপক/ উপ-ব্যবস্থাপক/ সহ-ব্যবস্থাপক/ সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা	শাখা
৩. উপ-ব্যবস্থাপক		
২. সহ-ব্যবস্থাপক		
১. সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা এলডিএ/ইউডিএ/কম্পিউটার অপারেটর		

জনবল কাঠামো

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের ১৯৮৪ সালের এনাম কমিটির সেটআপ ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ২০১৩ সালের সেটআপের ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের পরিসংখ্যান

ক্যাটাগরি	পদ	সেট-আপ	কর্মরত	শূন্য
এক নজরে কর্মকর্তা ও কর্মচারী	কর্মকর্তা	২,৬৫৯	১,১৬০	১৪৯৯
	শিক্ষক	৩৪০	১৪০	২০০
	কর্মচারী	৫,২৮৪	২,৪৩০	২,৮৫৪
	উপ-মোট	৮,২৮৩	৩,৭৩০	৪,৫৫৩
শ্রমিক	স্থায়ী	৩৯,২৪৩	২৭,৭২১	১১,৫২২ (স্থায়ী শ্রমিকের শুন্য পদ) তবে ২৩,২৭৮ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োজিত আছে।
	বদলী	-	২৩,২৭৮	
	দৈনিক ভিত্তিক	-	৬,৫৪৮	
	উপ-মোট	৩৯,২৪৩	৫৭,৫৪৭	১১,৫২২
	সর্বমোট	**৪৭,৫২৬**	**৬১,২৭৭**	**১৬,০৭৫**

বিদ্যমান জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। BMRE এর ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করা হবে।

পদোন্নতি

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ২১ জন কর্মচারী ও ৭২ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

বিজেএমসি'র মিলসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১১ জুন ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন-এর সভাকক্ষে বিজেএমসি'র মিলসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন-এর চেয়ারম্যান কার্যক্রম শেষে বিজেএমসি'র সার্বিক বিষয়ে এবং বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করেন।

বিজেএমসি'র মিলসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা ১৬ জুলাই ২০১৭ বিকাল ২ টায় প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে "বিজেএমসি'র মিলসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন শীর্ষক" এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী। এছাড়া বিজেএমসি'র পরিচালকমণ্ডলী, সচিব, প্রকল্প প্রধানগণ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিজেএমসি'র ঐকান্তিক চেষ্টায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ক্ষতি তুলনামূলকভাবে কমিয়ে আনতে পেরেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বিজেএমসি আবার তার হারানো সোনালী পাটের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।

১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ এর বার্ষিক মূল্যায়ন সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। বিজেএমসি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৫২.৫০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ২০ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। বিজেএমসি'র মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭২.৫০। খুলনা অঞ্চলে ২৮/১২/২০১৭ তারিখ হতে ২৫/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের কারণে উৎপাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং সার্বিকভাবে APA এর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

জনসংযোগ উপ-বিভাগ

শ্রমিক, কর্মচারী ও ক্রেতাসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিজেএমসি'র জনসংযোগ বিভাগ প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।

কার্যাবলি

প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের বিভিন্ন ধরনের টেন্ডার, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আইনগত নোটিশ, ক্রোড়পত্র, প্রেস রিলিজ এবং রিজয়েন্ডার নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা জন-সংযোগ বিভাগ করে থাকে। এছাড়া -

- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় প্রশ্নোত্তর কমিটি ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পাদন;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- ১ টি টিভিসি ও ডকুমেন্টারি নির্মাণ;
- বার্ষিক প্রতিবেদন, পোস্টার, লিফলেট, ব্রোশিউর, স্মরণিকা, টেলিফোন নির্দেশিকা, পাটক্রয় নির্দেশিকা ও বিজেএমসি'র বুলেটিন মুদ্রণসহ যেকোন মুদ্রণ কাজ;
- পাটজাতমোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০ এর প্রচারণামূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং
- টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ও স্ক্রল প্রচার সংক্রান্ত কার্যাদি।

টেন্ডার প্রকাশ ১৪৭ টি
(আন্তর্জাতিক ১২টি ও জাতীয় ১৩৫টি)

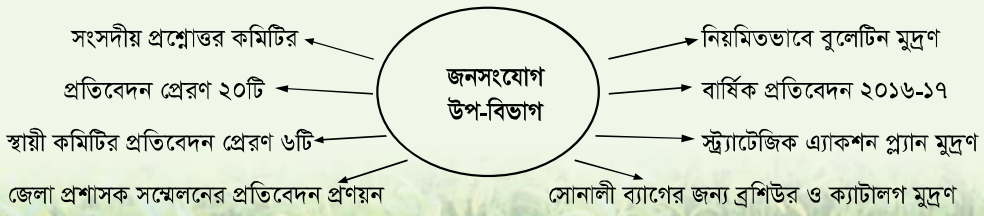

শুদ্ধাচার চর্চা

বিজেএমসি'তে সর্বস্তরের কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়সমূহ মনিটরিং করছে। বিজেএমসি'তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার ফলশ্রুতিতে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। বিজেএমসি'তে দুর্নীতি শতভাগ বন্ধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য বিজেএমসি'তে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ২৫টি মিলে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পৃথকভাবে সভা হয়েছে। ক্রয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

বিজেএমসিতে সবসময় যে কোন যৌক্তিক অভিযোগ গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম আন্তরিকতা ও অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে সমাধান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ১৫টি অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগগুলো তদন্ত করা হয়েছে। উক্ত তদন্তে ৫ টি অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে ১০ টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২০৩	০৩	৪৭	৫১	১০১	১০২

অন্যান্য মামলা

বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	মামলার ধরণ
১	২	৩	৪	৫
৫৮	৩০	১৬৩	১৪৬	প্রশাসনিক
০৪	৮	১২	০	জমি-জমা সংক্রান্ত

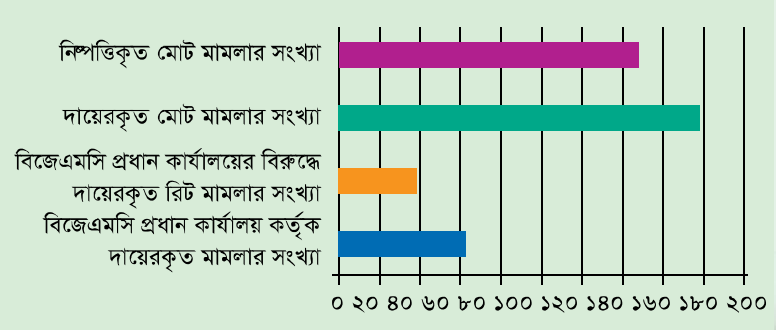

অবসর প্রদান ও অবসরোত্তর পাওনাদি পরিশোধ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে মহাব্যবস্থাপক হতে এসিও পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তা এবং মিলের ব্যবস্থাপক বা তদুর্ধ্ব ০৫ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২৭ জন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পদে কর্মরত ০৮ জন কর্মচারিকে অবসর প্রদান করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ে মোট ১৭ জন কর্মকর্তা ও ১৮ জন কর্মচারিকে অবসরোত্তর চূড়ান্ত পাওনাদি (গ্র্যাচুইটি) পরিশোধের আদেশ জারি হয়েছে। তবে অর্থাভাবে বিভিন্ন সময়ে অবসরপ্রাপ্ত ২৩৫৭ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের আংশিক পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং মিল সমূহের মোট ৭৯৭২ জন শ্রমিক কর্মচারির গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য পাওনা বাবদ মোট ২৪০৯.৪৮ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

চিকিৎসা

- ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং মিলসমূহের মোট ১,০৮,২১৭ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়;
- প্রতিটি মিলে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়;
- প্রতিটি মিলে বৎসরে ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো হয়;
- প্রতিটি মিলে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের সনাক্ত করা হয়;
- প্রতিটি মিলের ক্লিনিকে আগত রোগীদের ১০০ ভাগ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়;
- প্রতিটি মিলের সকল কর্মচারী ও শ্রমিকদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সনাক্ত করা হয়।
- শ্রমিকদের ক্যান্টিন, টয়লেট, শ্রমিক কোয়ার্টার, আশপাশের ড্রেন ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।
- সকল পর্যায়ের কর্মচারী ও শ্রমিকদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সনাক্তকরণ ও হেপাটাইটিস-বি টিকাদান কর্মসূচী নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রমিকদের ইসিজি পরীক্ষা

শ্রমিকদের Lunge পরীক্ষা

সামাজিক দায়বদ্ধতা

শ্রমিক, কর্মচারিগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এবং এর মিলসমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে "কর্পোরেট সোসাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)"-এর আওতায় যথাসম্ভব অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ পাটশিল্পের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। কাঁচাপাট উৎপাদন থেকে উৎপাদিত পাটপণ্য রপ্তানী/বাজারজাত করা পর্যন্ত বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে বিজেএমসি বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সেবামূলক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ২৫টি ক্যান্টিন, ক্লিনিক, ২০টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং এ্যাথলেটিকস, সাইক্লিং, ভলিবল (মহিলা), হ্যান্ডবল (মহিলা), কাবাডি (মহিলা), ভারোত্তোলন (মহিলা), তাইকোয়ান্ডো, উশু, জিমন্যাস্টিক, ফুটবল (মহিলা), ফুটবল (পুরুষ) টিম রয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় খেলায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিজেএমসি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। টিম বিজেএমসি বিভিন্ন জাতীয় খেলায় সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করেছে।

৩৭তম বিজেএমসি বার্ষিক কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮

২৫-২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে ডেমরাস্থ করিম জুট মিলের মাঠে বিজেএমসির কেন্দ্রীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আশরাফ আলী ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন, পুরস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিজেএমসি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালকমণ্ডলী, সচিব, বিভিন্ন মিলসমূহের প্রকল্প প্রধানগণ, বিভিন্ন টিমের টিম ম্যানেজার, বিভিন্ন ইভেন্টের প্রশিক্ষক, সকল স্তরের শ্রমিক ও কর্মচারী। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কর্মসূচির ছবি এ প্রতিবেদনের শেষাংশে দেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় বাতায়ন

বিজেএমসি'র প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর সন্তানদের স্বল্প খরচে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১৩টি বিদ্যালয় চালু রয়েছে, তন্মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৯টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৩টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১টি। শিক্ষার মান বেশ ভালো হওয়ায় কর্মচারী-শ্রমিকের সন্তান ছাড়াও বাহিরের অনেক শিক্ষার্থী এ সকল প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে থাকে। বর্তমানে সর্বমোট ১৪০ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় যেমন- পিইসি-তে ৭৬৭ জন, জেএসসি-তে ১০৪৯ জন এবং এসএসসি-তে ৯৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৮৯% পাশ করেছে, যার মধ্যে পিইসি-তে ৩৮ জন, জেএসসি-তে ৪৫ জন এবং এসএসসি-তে ৪৯ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। স্কুলগুলোর শিক্ষক-কর্মচারির বেতন-ভাতাদি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ফান্ড হতে জাতীয় বেতনস্কেল অনুযায়ী প্রদান করা হয়ে থাকে।

পাট ক্রয়
ও
উৎপাদন

পাট ক্রয়

দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থপনা সমূলে নির্মূল করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থাপনা (Software ভিত্তিক Monitoring পদ্ধতি) চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক পাটক্রয় কর্মকর্তাকে একটি করে Tab দেয়া হয়েছে। তারা প্রতিদিন পাটক্রয়ের তথ্য বিজেএমসিতে প্রেরণ করে। গত বছরের তুলনায় প্রতি কুইন্টাল (৪৭১৩.১৪-৪৩২৭.৮০) টাকা = ৩৮৫.৩৪ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। সে হিসেবে ২০১৭-১৮ পাট মৌসুমে ১৩.৪১ লক্ষ কুইঃ পাটক্রয়ে প্রায় ৫১.৬৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পাট ক্রয়

পাট ক্রয়ের নীট লক্ষ্যমাত্রা	২২.০০ লক্ষ কুইন্টাল
ক্রয়কৃত পাটের পরিমাণ	১৩.৪১ লক্ষ কুইন্টাল
প্রতি কুইন্টাল গড় দর (টাকা)	৪৩২৭.৮০ টাকা
মোট ক্রয়কৃত পাটের মূল্য (কোটি টাকায়)	৫৮০.২৩ কোটি টাকা

বিগত ৫ বছরের পাটক্রয় কার্যক্রম

সাল	মিলের সংখ্যা	ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	ক্রয় লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ কুইঃ)	ক্রয়ের পরিমাণ (লক্ষ কুইঃ)	গড়দর (প্রতি কুইঃ)	অর্জিত হার
২০১৩-১৪	২২টি	১৮৩টি	২৪.৪০	১৬.০৬	৩৫৪৯.৪২	৬৫%
২০১৪-১৫	২২ টি	১৬০ টি	২৬.১৪	৮.৮০	৪০৭৫.১০	৩৪%
২০১৫-১৬	২২ টি	১৪৫ টি	২৬.১৫	১১.৪৬	৪৮১৯.০০	৪৪%
২০১৬-১৭	২২ টি	৬৪ টি	২৫.৪২	১৭.০৯	৪৭১৩.১৪	৬৭%
২০১৭-১৮	২২ টি	৭৩ টি	২২.০০	১৫.৬৫ (ক্যারিওভারসহ)	৪৩২৭.৮০	৭১%

পাট বিভাগীয় প্রধান এবং এজেন্সী ইনচার্জদের সাথে সভা

বিজেএমসিকে আত্মনির্ভরশীল সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৌসুমের শুরুতেই যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়মত সঠিক মূল্যে সঠিক মানের পাটক্রয়, পাটজাত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পাটক্রয় কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। সাশ্রয়ী ও প্রতিযোগিতামূলক দরে সময়মত মানসম্মত পাটক্রয় সম্ভব হলে এবং গুণগত মানের পাটপণ্য উৎপাদন করে বিশ্ব বাজারে রপ্তানী করতে পারলে বাংলাদেশের পাটপণ্যের সুনাম সমুন্নত রাখা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যেকে সামনে রেখে ২০১৭-১৮ সালের পাটক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিজেএমসি'র আওতাধীন মিলসমূহের পাট বিভাগীয় প্রধান এবং এজেন্সী ইনচার্জদের নিয়ে গত ০৭/০৭/২০১৭ তারিখে এবং পাট ব্যবসায়ীদের নিয়ে গত ১৮/০৭/২০১৭ তারিখে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভিন্ন ভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিজেএমসি'র উপদেষ্টা (উৎপাদন ও পাট) এবং ২২টি পাটকলের পাট বিভাগীয় প্রধান এবং এজেন্সী ইনচার্জগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সারাদেশের ৬০ জন পাট ব্যবসায়ী।

বিজেএমসি'র মিলসমূহের উৎপাদিত পণ্য

পাটকল সমূহে কাঁচাপাট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পাটজাতদ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে পাটকলসমূহে হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ব্লাংকেট, এবিসি (জিওজুট), উন্নতমানের পাটের সূতা, বিভিন্ন প্রকরণের ডাইভারসিফাইড জুট ব্যাগ ও কাপড় (ফাইনার জুট ফ্যাব্রিক, ইউনিয়ন জুট ফ্যাব্রিক, ইউনিয়ন ক্যানভাস) এবং পাটের বহুমুখী পণ্য যেমন- ফাইল কভার, ফ্যাশন ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লেডিস হ্যান্ড ব্যাগ, সেভিং কিটস, নার্সারি পট, নার্সারি সিট, জুট টেপ, কুশন কাভার, পর্দা ও কাপড়, ব্লিচ ও বিভিন্ন রঙ্গীন কাপড় ইত্যাদি ছাড়াও রটপ্রুফ পাটের কাপড় এবং কাপড় দ্বারা রটপ্রুফ পাটের কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া নন-জুট তিনটি মিলের মধ্যে (১) মিল ফার্নিশিং এ স্ট্রবোর্ড ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে পেপার টিউব (২) জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ এ পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে জুট প্লাস্টিক সামগ্রি (৩) গালফ্রা হাবিব এ পাট শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উৎপাদন

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট উৎপাদন ১,৫৫,৩১৭ মেঃটন এর মধ্যে অর্জিত উৎপাদন ১,৩৩,৩৮৩ মেঃটন, অর্জিত হার ৮৫.৮৮%।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিদিন গড় উৎপাদন ছিল ৪৭০.৫৭ মেঃটন, পক্ষান্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিদিন গড় তাঁত উৎপাদন ৫১৬ মেঃটন।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট চালু তাঁত ছিল ৫৬২৬ টি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট চালু তাঁত ৫৮৫৯ টি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিজেএমসির আওতাধীন বিভিন্ন মিলের উৎপাদিত পাটজাত পণ্য

ক) জুট মিলের ২০১৭-১৮ সালের উৎপাদন

ক্র. নং	মিলের নাম	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	অন্যান্য	মোট
১	বাংলাদেশ	১৮৮৫	৫০৬৮	-	-	৬৯৫৩
২	জাতীয়	১১৮২	৭৩০১	১৭২	৬১	৮৭১৬
৩	করিম	৭৯৪	৬৯৮৩	৫৪০	-	৮৩১৭
৪	লতিফ বাওয়ানী	২৪৭১	৯৭৫৩	৮৭৮	৩৫২৪	১৬৬২৬
৫	রাজশাহী	৭৮৮	৩৬১১	-	-	৪৩৯৯
৬	ইউএমসি	১১৪১	১০৬০৮	-	-	১১৭৪৯
৭	আমিন	১৫২৭	৫৯৩৭	৪৫৯	৮৪৩	৮৭৬৬
৮	বিডিসিএফ	-	-	-	৬৩৯	৬৩৯
৯	গুল আহমদ	৯১১	৩৭৪৭	৭১৮		৫৩৭৬
১০	হাফিজ	২১৩৭	৫১০৯	-		৭২৪৬
১১	কেএফডি	-	-	৪৯৯	৮৩৯	১৩৩৮
১২	এমএম	-	-	-	৫৯০	৫৯০
১৩	আরআর	-	-	৯০১	১৬৭	১০৬৮
১৪	আলীম	৩২	২৪২১	-		২৪৫৩
১৫	কার্পেটিং	-	-	৯৩৫	৫১২	১৪৪৭
১৬	ক্রিসেন্ট	২৮৯১	৯৭৮০	১২৬৮	-	১৩৯৩৯
১৭	দৌলতপুর	১৬৫	১২৬৬	-	-	১৪৩১
১৮	ইস্টার্ন	৫৫৯	২৬১৫	৪১৬		৩৫৯০
১৯	জেজেআই	১২০৭	২৬৪৩	৩৪৬		৪১৯৬
২০	খালিশপুর	১৫৭৭	৪৯৫১	৬১৫	৩৬	৭১৭৯
২১	প্লাটিনাম	২৩৫০	৭২২০	৭১১		১০২৮১
২২	স্টার	২৬৯০	৪৩৯৪	-		৭০৮৪
মোট		**২৪৩০৭**	**৯৩৪০৭**	**৮৪৫৪**	**৭২১১**	**১৩৩৩৮৩**

খ) নন-জুট মিলের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উৎপাদন

ক্রঃ নং	মিলের নাম	অর্জিত উৎপাদন	(লক্ষ টাকায়)
১	জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ	২৩৮৯৫৫ পিস	১,৩৬,১৫,১২৯
২	মিল ফার্নিশিং	১৮৫৯০ পিস	১,৮৬,৯৮,০০০
৩	গালফ্রা হাবিব লিঃ	৩০৪.৯৮ মেঃ টন	১০,৭৯,১৫,০০০

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ

* দীর্ঘদিনের পুরাতন মেশিনারীজ বিএমআরই না করায় মেশিনের দক্ষতা হ্রাস পাওয়া (৫৬%)।
* উৎপাদন বিভাগে দক্ষ কর্মচারীর অভাব।
* দেশী / বিদেশী বিক্রয়াদেশ না থাকায়।
* মৌসুমের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন পাটক্রয় নিশ্চিত করতে না পারা।
* দক্ষ স্পিনার ও তাঁতীর অভাব।
* দক্ষ মিস্ত্রীর অভাবে মেশিনসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া।
* শ্রমিকের অনুপস্থিতি/ শ্রমিকের অভাব।
* বকেয়া বেতন ও মজুরী হালনাগাদ না করায় শ্রমিকগণ অন্য পেশায় সাময়িকভাবে নিয়োজিত হওয়ায় বহুলাংশে উৎপাদন হ্রাস পায়।
* মেশিনারিজ ব্রেকডাউন।
* বিদ্যুৎ বিভ্রাট।
* শ্রমিক অসন্তোষ, গেট মিটিং ও ধর্মঘট।

বিপণন

বিপণন

বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু'টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বৈদেশিক উপ-বিভাগের কার্যাবলী পণ্যভিত্তিক যথা- হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি ইত্যাদি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিজেএমসি'র বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৭০০০ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১২০৯৫ মে.টন পাটজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যার মূল্য ১১৬৪.৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.২৭% অর্জিত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে বিপণন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বহিঃবিশ্বে পাটপণ্যের বাজার সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে বছরব্যাপী কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে।

বিগত পাঁচ বৎসরে বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র

ক) দেশীয় বিক্রয় (মে.টন)

সন	বিএডিসি	খাদ্য অধিদপ্তর	বিসিআইসি	এমপিএ	অন্যান্য (স্থানীয়)	মোট
২০১৭-১৮	১৭৩৫.৪৫	৭৭৩৯.০০	০০	৪৬৮৮.৯৪	১১২৫৫.৫৫	২৫৪১৮.৯৪
২০১৬-১৭	২৬৫৩.৫৪	১৪৬২১.০০	০০	২৬০৬.৩৭	৪৫৬৬.৭৭	২৪৪৪৭.৬৮
২০১৫-১৬	২৭৭৪.৩৬	১৬৫৭০.০০	২৩২২.৪	১৪৬৮০.৫৩	৭৯৭২.৭১	৪৪৩২০.০০
২০১৪-১৫	১১৬৩.৫৭	১৬৯৯৮.৮০	০০	০০	৭৯৬৯.৭৪	২৬১৩২.১১
২০১৩-১৪	২৭৮৪.৪৭	২৯৬১২.১৮	০০	০০	৬৬৫৮.২৭	৩৯০৫৪.৯২

খ) বৈদেশিক বিক্রয় (মে.টন)

সন	হেসিয়ান	স্যাকিং	সিবিসি	ইয়ার্ন	অন্যান্য	মোট
২০১৭-১৮	১২৫৮৫.২৭	৬৪৭৫১.৩৬	৪১৪৩.৭২	৭৭৫.৫২	৪৪২০.৪২	৮৬৬৭৬.২৯
২০১৬-১৭	১১০৪০.১৫	৬৪১৪৯.৪২	২৮২৯.২৬	৭৩৬.৪৯	৯০৩৬.৭২	৮৭৭৯২.০৪
২০১৫-১৬	১৬৬২২.৮৬	৫২৯১৩.০২	৬৫৫৪.১১	৩৩৫৩.০০	৫৭৬৫.৭৪	৮৫২০৮.৭৩
২০১৪-১৫	৩৫৭৮৬.০৬	৬৫৩৩৬.৩৫	৬৬৮৮.৯৯	৫৮২৩.৫৪	৪১৮১.৯৭	১১৭৯২১.৯১
২০১৩-১৪	২৯১২২.৯০	৩২৮০৭.৮৪	৯৩৯৪.৫৬	৬১০৪.০৫	৬৩৩৪.০৪	৮৩৭৬৩.৩৯

বিগত পাঁচ বৎসরের বিপণন ও মূল্যের তুলনামূলক চিত্র

পরিমাণ- (মে.টন), মূল্য : লক্ষ টাকা

সন	পরিমাণ	একক মূল্য (প্রতি মে.টন)	মোট বিক্রয় মূল্য
২০১৭-১৮	১১২০৯৫.২৩	১.০৪	১,১৬,৪৫৫.১০
২০১৬-১৭	১১২২৩৯.৭২	১.০২	১,১৪,১১৫.৭০
২০১৫-১৬	১২৯৫২৮.৭৩	০.৯৩	১,১৯,৮৪৬.০০
২০১৪-১৫	১৪৪০৫৪.০২	০.৮০	১,১৫,০৮০.০০
২০১৩-১৪	১২২৮১৮.৩১	০.৮৬	১,০৫,৪৩৪.০০

পাটজাত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা

- প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সমস্যা: বিজেএমসি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থার অধীনস্ত মিলসমূহ সরকারের নির্ধারিত মজুরী কমিশন অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরী প্রদান করে থাকে। বেসরকারি মিলসমূহের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী যেখানে ৫১৫৫ টাকা, সেখানে বিজেএমসির মিলসমূহের শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী ১১০৮৫ টাকা। এছাড়া মিলসমূহের মেশিনারীজ দীর্ঘদিনের পুরানো হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে বেসরকারি মিলের তুলনায় বিজেএমসি'র মিলসমূহের উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ। এতে করে বিজেএমসি'র পক্ষে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- সরবরাহ সমস্যা: বিজেএমসির মিলসমূহের মেশিনারীজ দীর্ঘদিনের পুরনো হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। ফলে সময়মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই কঠিন।
- ক্রেতার চাহিদা ও সময়: মেশিনসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে ক্রেতাদের চাহিদা ও সময়ের সাথে তাল মেলানো মিলের পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
- সরকারি ক্রয় মূল্য প্রাপ্তি সমস্যা: সরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি'র নিকট থেকে পাট পণ্য ক্রয় করে তাঁরা সাধারণত সরকারি বাজেট প্রাপ্তির পর মূল্য পরিশোধ করে থাকে। এর ফলে তাঁদের নিকট থেকে পণ্য মূল্য প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় এবং সংস্থার আর্থিক সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করে।
- সিরিয়া ও ইরানের অর্থ স্থানান্তর সমস্যা: বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কারণে বিজেএমসি'র পণ্যের বড় দু'টি আমদানীকারক দেশ সিরিয়া ও ইরান অর্থ স্থানান্তরে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে ঐ সব দেশে বিজেএমসি'র পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২০১৭-১৮ সনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিপণন বিভাগ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েছে–

ক) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জানুয়ারি মাসে ভারত বিজেএমসি'র উৎপাদিত পাটপণ্যের উপর এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করে যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেও বলবৎ ছিল। উপরন্তু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মার্চ মাস থেকে ভারত বাংলাদেশের উৎপাদিত স্যাকিং ক্লথের উপর এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত শুরু করেছে এবং স্যাকিং ব্যাগের ন্যায় একই হারে স্যাকিং ক্লথের উপরও এন্টি ডাম্পিং শুল্ক কার্যকর করায় দেশটিতে পাটপণ্য রপ্তানী প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

খ) আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের কুটনৈতিক তৎপরতা ও ভারত যেভাবে পাটশিল্পকে নীতি সহয়তা ও ছাড় দিচ্ছে সেভাবে বাংলাদেশ দিতে পারছে না। ফলে দেশে ও বিদেশে ভারতের সাথে আমাদের পাট পণ্য অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

গ) এছাড়া ভারতে রপ্তানী কমে যাওয়ায় ম্যান্ডেটরি প্যাকিজেং এ্যাক্ট (এমপিএ) পণ্যের বাজারে ব্যাপক মাত্রায় বেসরকারি পাটকলের আগমন এবং ক্রেতা কর্তৃক পুরাতন বস্তা পুনঃ ব্যবহারের ফলে এ খাতে পণ্য বিক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ) বৈদেশিক বাজারে পাটপণ্যের (সিবিসি পণ্যের) বিকল্প সিনথেটিক পণ্যের ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বিজেএমসি কর্তৃক উৎপাদিত সিবিসি পণ্যের বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।

গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ

বিজেএমসি'র বাজার প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা এবং ক্রেতার সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিজেএমসি'র পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতঃ ক্রেতাদের সার্বিক সহোযোগিতায় বিপণন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ–

- বিক্রয় বরাদ্দের মেয়াদ অনির্দিষ্ট সময়কালের পরিবর্তে ৪ মাস করা হয়েছে।
- স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিক্রয় ডেস্ক আলাদা করে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে।
- অঞ্চলভিত্তিক ডেস্কের পরিবর্তে পণ্যভিত্তিক ডেস্ক বণ্টন করা হয়েছে। ফলে বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে এবং লোকবলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
- বিক্রয় রেজিস্টারে ক্রেতাভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ক্রেতাভিত্তিক নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।
- বিক্রয় বরাদ্দের শর্তসমূহ আরও সহজ করা এবং আরও ব্যবসা বান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাবসিডি ২৫-৫০% ডিসকাউন্ট দিয়ে মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- খুলনা অঞ্চলের মিলগুলোর পরিবহন খরচ কমানোর লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য মংলা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা হচ্ছে।
- এফওবি রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের stuffing charge বহন করার নিয়ম রহিত করা হয়েছে।
- মধ্যবর্তী ক্রেতাগণকে উৎসাহিত করা এবং প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি'র Website-এ মূল্য তালিকা প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে।
- মাসিক মূল্য নির্ধারণের পরিবর্তে চাহিদাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- সরাসরি মিল থেকে স্থানীয় বিক্রয় করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- বাজার গবেষণা ও উন্নয়ন (এমআরপি) সেল গঠন করা হয়েছে।
- দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের মাধ্যমে নিয়মিত বিক্রয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- বিক্রয় প্রক্রিয়ায় তদারকি বাড়ানোর লক্ষ্যে বরাদ্দপত্র রপ্তানি প্রধানের পরিবর্তে প্রকল্প প্রধানের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে।
- Irrevocable L/C, confirm L/C, back to back L/C, Bank guarantee এর বিপরীতে মূল্য প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিপণন বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

ক) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি ৮৬.৬৮ হাজার মে.টন পণ্য রপ্তানি করে ৮৩৫.৮৬ কোটি টাকা (প্রভিশনাল) আয় করেছে এবং স্থানীয়ভাবে ২৫.৪২ হাজার মে.টন পাটপণ্য বিক্রয় করে ৩২৮.৬৯ কোটি টাকা আয় করেছে। মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১১২.১০ হাজার মে.টন যার মূল্য ১১৬৪.৫৫ কোটি টাকা।

খ) বিজেএমসি কর্তৃক উৎপাদিত পাটপণ্য ভারতে রপ্তানির উপর সে দেশের সরকার এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি বলবৎ রাখার ফলে ভারতে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। তথাপি অন্যান্য দেশে রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৮০৪.৬৪ কোটি টাকা রপ্তানির স্থলে বিজেএমসি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৮৩৫.৮৬ কোটি টাকা রপ্তানি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ ২০১৬-১৭ এর তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৯.২২ কোটি টাকা রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

গ) ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পাটজাত পণ্য	২০১৬-১৭			২০১৭-১৮		
বিক্রয় কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
স্থানীয় বিক্রয় (মে.টন)	৪২৭০৬.৪	২৯০১৩.৮৭	৬৭.৯৪%	২৭০০০	২৫৪১৯	৯৪.১৪%
রপ্তানী (মে.টন)	১১৫০১১	৮৭৭৯২	৭৬.৩৩%	১০০০০০	৮৬৬৭৬	৮৬.৬৮%
মোট বিক্রয় (মে.টন)	১৫৭৭১৭	১১৬৮০৫.৮৭	৭৪.০৬%	১২৭০০০	১১২০৯৫	৮৮.২৬%

২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সালের স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানী (মে.টন)

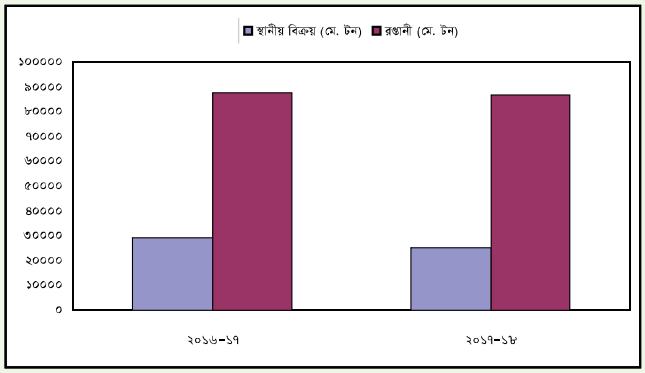

এক নজরে গত ১৭ বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের তথ্যাবলী

কোটি টাকায়

ক্র. নং	অর্থ বছর	জুট মিলের সংখ্যা	রপ্তানি আয়	স্থানীয় বিক্রয় আয়	মোট আয়
১	২০০১-০২	৩৫	৬৪২.৮১	১১৮.৮৪	৭৬১.৬৫
২	২০০২-০৩	২৫	৫২০.০৯	৯০.৪১	৬১০.৫
৩	২০০৩-০৪	২৫	৪৪০.৮১	৭৮.৫৮	৫১৯.৩৯
৪	২০০৪-০৫	২৫	৩৯৬.২৫	৮৬.৬৭	৪৮২.৯২
৫	২০০৫-০৬	২৫	৫০৭.৬২	৬৮.৫৪	৫৭৬.১৬
৬	২০০৬-০৭	২৫	৪৩৮.৮২	৮২.২৬	৫২১.০৮
৭	২০০৭-০৮	২৫	৪৭১.২১	১০১.৯৭	৫৭৩.১৮
৮	২০০৮-০৯	২৫	৪০৪.৪৫	১৩৬.৪৯	৫৪০.৯৪
৯	২০০৯-১০	২৭	৬৫৪.১৫	২৭৯.৯৭	৯৩৪.১২
১০	২০১০-১১	২১	৯১৫.০৬	৩৪৩.১৪	১,২৫৮.২০
১১	২০১১-১২	২৭	১০৬০.৭	২১৪.৪৯	১,২৭৫.১৯
১২	২০১২-১৩	২৫	১৩৮০.৪৫	৩১৬.১৮	১,৬৯৬.৬৩
১৩	২০১৩-১৪	২৫	৬২৯.৪২	৪২৪.৯২	১,০৫৪.৩৪
১৪	২০১৪-১৫	২৩	৮১০.৬১	২৬০.০১৬	১,১৫০.৮০
১৫	২০১৫-১৬	২৩	৭০২.৪৬	৪৯৬.০০	১,১৯৮.৪৬
১৬	২০১৬-১৭	২৩	৭৮৫.৫৮	৪০৫.১২	১,১৯০.৭০
১৭	২০১৭-১৮	২২	৮৩৫.৮৬	৩২৮.৬৯	১১৬৪.৫

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত চুক্তি

- গোল্ডেন ফাইবার ট্রেড সেন্টার লিঃ এর মাধ্যমে এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান এর সাথে বিজেএমসির ১,০০,০০০ বেল স্ট্যান্ডার্ড বিটুইল পণ্য সুদানে সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য প্রায় ২৩৬ কোটি টাকা।
- বিজেএমসি ও সিরিয়ান ক্রেতা মেসার্স হবুব এর মধ্যে ২০,০০০ বেল সুগার টুইল পণ্য সুদানে সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য প্রায় ৭২ কোটি টাকা।
- বিজেএমসি - খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে ৭৭৩৯ মে.টন পাটপণ্য সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য ১০৯.৯০ কোটি টাকা।
- বিজেএমসি - বিএডিসি'র মধ্যে ১৭৩৫.৪৫ মে.টন পাটপণ্য সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মূল্য ৩১.১৩ কোটি টাকা।

স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে ২০১৭-১৮ সনের কার্যক্রম

ক) ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ

১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ঢাকা, নরসিংদি, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, সিরাজগঞ্জ এ ৬টি জেলায় অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বাগেরহাট ও রাজশাহী এ ২ টি জেলার মেলায় সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ অংশগ্রহণ করে।

খ) ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৮-তে অংশগ্রহণ

এবারই প্রথম বিজেএমসি নিজস্ব প্যাভিলিয়নে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং এবার এ মেলায় বিজেএমসি'র ২৫ টি মিল অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় এ বছর বিজেএমসি বড় পরিসরে ২৫০০ বর্গ ফুট আয়তনের ১টি সম্পূর্ণ দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। প্যাভিলিয়নে বিজেএমসি'র পণ্যসামগ্রী প্রদর্শনের জন্য প্যাভিলিয়নকে বঙ্গবন্ধু কর্নার, ইনোভেশন কর্নার, ট্রেডিশনাল ও এমপিএ কর্নার, ডাইভারসিফাইড কর্নার, পাটপানীয় কর্নার, জুটো-ফাইবার গ্লাস কর্নার, মিলস্ ফার্নিশিংস কর্নার, গালফ্রা-হাবীব কর্নার, এসএমই প্রমোশন কর্নার, স্পোর্টস ও সিএসআর কর্নার, তথ্য/অতিথি কর্নারে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্নারটি ছিল দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

আগত দর্শনার্থীরা প্যাভিলিয়ন এবং পণ্যসামগ্রীর ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় মেলা কর্তৃপক্ষ বিজেএমসিকে রিজার্ভ প্যাভিলিয়নগুলোর মধ্যে ৩য় পুরস্কার প্রদান করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে মেলা কর্তৃপক্ষ বিজেএমসি-কে সন্মাননা প্রদান করে। এ উপলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি মেলায় গমণ করে বিজেএমসি'র প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

গ) ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং এ্যাক্ট (এমপিএ) বাস্তবায়নে ২০১৭-১৮ তে গৃহীত পদক্ষেপ

এমপিএ-২০১০ এর আওতায় প্রাথমিকভাবে ৬ টি পণ্য এবং পরবর্তীতে সংযোজিত ১১ টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজেএমসি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে:-

ক. বিজেএমসি'র পাশাপাশি বর্তমানে মিলসমুহকেও এমপিএ পণ্যসমুহের জন্য বিক্রয় বরাদ্দ ইস্যু তথা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে করে এ পণ্যের বিক্রয় প্রক্রিয়া আরো বেশি সহজ ও ক্রেতা বান্ধব হয়েছে।

খ. চাল মোড়কীকরণের জন্য ৫০ কেজি ধারণক্ষম ৩৭″ x ২২.৫″ সাইজের ৩৬০ গ্রাম, ৫৫০ গ্রাম, ৬০০ গ্রাম এই ৩টি ব্যাগের সাথে নতুন করে ৩৬″ x ২২.৫″ সাইজের ৩৪০ গ্রামের হেসিয়ান ব্যাগ ও ৫৩৬ গ্রামের স্যাকিং ব্যাগ এবং ৩৭″ x ২২.৫″ সাইজের ৬৫০ গ্রামের স্যাকিং ব্যাগ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এছাড়া ২৮″ x ১৮″, ২২০ গ্রাম সাইজের ২৫ কেজি চাল ধারণক্ষম হেসিয়ান ব্যাগ এবং আদা, রসুন, পেয়াজ, মরিচ মোড়কীকরণের জন্য ৪০″ x ২৪″, ২২০ গ্রাম, ৬ x ৬ সাইজের একটি ব্যাগ বাজারে ছাড়া হয়েছে। অধিকন্তু, ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী যে কোন প্রকরণের ব্যাগ ক্রয়ের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে ।

গ. ৩৭″ x ২২.৫″ সাইজের হেসিয়ান এবং স্যাকিং ব্যাগসমুহ ইতোপূর্বে ৫০/- টাকা দরে বিক্রি করা হলেও বর্তমানে এমপিএ বাস্তবায়ন তথা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের অংশ হিসেবে বর্ণিত সাইজের ব্যাগসমুহের মূল্য প্রতিপিস ৩৭/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে ৩৬″ x ২২.৫″ সাইজের হেসিয়ান ও স্যাকিং প্রতি পিস ব্যাগের মূল্য ৩৬/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ. এমপিএ পণ্য সমূহকে আকর্ষণীয় মূল্যে বাজারে ছাড়ার লক্ষ্যে এ খাতের জন্য নির্ধারিত ব্যাগসমূহের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাবসিডি যোগ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে করে বেসরকারি পাটকলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

ঙ. "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এ আইন বাস্তবায়ন উপলক্ষে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিতব্য মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য সারাদেশে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ব্যাপক আকারে পোস্টার, লিফলেট বিলি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেল সমুহে টিভি স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।

চ. এমপিএ পণ্যসমূহের আকর্ষণীয় মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে জাতীয় পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলসমূহে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

ঘ) বিএডিসি ও বিসিআইসিতে বিক্রয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ

বিএডিসি ও বিসিআইসি-কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসির পাটপণ্য অধিক হারে ক্রয় করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং কয়েকটি যৌথ সভা করা হয়। বিএডিসি ও খাদ্য অধিদপ্তর তাদের ব্যাগের চাহিদার ১০০% বিজেএমসি থেকে সংগ্রহ করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বিজেএমসি'র পক্ষ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। লেমিনেটেড পাটের ব্যাগের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ঠিক রাখার লক্ষ্যে বিজেএমসির লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের পাশাপাশি আরো ৩ টি মিলে জুট লেমিনেশন প্লান্ট স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ০১/১০/১৭ থেকে ১০/১০/১৭ পর্যন্ত মরিশাস, বিজেএমসির পরিচালক (গমানি) ১৮/১০/১৭ থেকে ২৪/১০/১৭ পর্যন্ত হংকং, প্রকল্প প্রধান, লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ ১৫/১২/১৭ থেকে ২৫/১২/১৭ পর্যন্ত ভারত, সভাপতি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ১৮/০৫/১৮ থেকে ২৪/০৫/১৮ পর্যন্ত রাশিয়া এবং ২৭/০৫/১৮ থেকে ০১/০৬/১৮ পর্যন্ত জাপানে বিপণন সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশ ভ্রমণ করেন। এছাড়া পাট হতে সোনালী ব্যাগ প্রকল্পের বিষয়ে কার্যক্রমের জন্য মালয়েশিয়া, ভারত ও ইউকে দেশ ভ্রমণ করেন।

বিদেশে বিভিন্ন মেলা ও ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

বিজেএমসি বৈদেশিক বাজারে পাট পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করার পাশাপাশি ক্রেতাগণের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট আছে। বিভিন্ন দেশে পাট পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বৈদেশিক ক্রেতাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। তাছাড়া ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত বিদেশের বাজারে বিভিন্ন প্রকার মেলায় বিজেএমসি অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিপণন বিভাগ হতে মরিশাস, হংকং, ভারত, চীন, জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, সুইডেন ও জাপান-এ প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব সফরের ফলে ইতোমধ্যে ঐ সমস্ত বাজার হতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

সুখের ঠিকানা সুখের দেশ
সোনালী আঁশের বাংলাদেশ

পরিকল্পনা ক্রয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পুরকৌশল

রক্ষণাবেক্ষণ (যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ)

১। সংস্থার অধীনস্ত মিলগুলোর মেশিনারি সচল রাখা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম হল

ক) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (Daily Maintenance)
খ) স্বল্পমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ (Weekly Maintenance)
গ) মধ্যমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ (Preventive Maintenance)
ঘ) দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ (Major Overhauling)

বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের মিলগুলোতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৭৫৩টি স্পিনিং ফ্রেম ও ৪৩৯১টি তাঁত প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্সসহ সর্বমোট ২০৮১১টি মেশিনারি মেইনটেন্যান্স করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরআর ও এমএম জুট মিলে গ্যাস সংযোগ পুনঃস্থাপন এবং বয়লার মেরামত করে চালু করা হয়েছে।

আমিন ও ক্রিসেন্ট জুট মিলে ০১টি করে মোট ০২টি অত্যাধুনিক লেমিনেশন প্লান্ট, খালিশপুর জুট মিলে জিও জুট পণ্য উৎপাদনের জন্য ০১টি রোভিং ফ্রেম মেশিন, আলিম জুট মিলে ০১টি নতুন বয়লার, করিম জুট মিলস লিঃ এ ২৪টি র‍্যাপিয়ার লুম এবং আলিম জুট মিলে ০১টি নতুন বয়লার স্থাপন করা হয়েছে।

গালফ্রা হাবিব লিঃ-এ একটি বেলিং হুপস প্ল্যান্ট এবং বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ-এ ১টি অত্যাধুনিক লেমিনেশন প্লান্ট স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিজেএমসি'র মিলগুলোতে রক্ষনাবেক্ষণকৃত/ সংরক্ষিত মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট-এর সংখ্যা ২০৮১১ টি।

পুরকৌশল

কর্মপরিধি

বিজেএমসি ও এর অধীনস্ত মিলগুলোর নতুন অবকাঠামো/ভবন নির্মাণের নকশা, ডিজাইন পরীক্ষাকরণ ও অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে উপযোগী অবকাঠামো/ভবন নির্মাণে মিলকে কারিগরী সহায়তা, অনুমোদন ও তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

আরএফকিউ পদ্ধতিতে সম্পন্নকৃত কাজ

১। হিসাব বিভাগের Interior Decoration এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২। সংস্থার ৪র্থ তলায় ক্রীড়া দপ্তরে অত্যাধুনিক লাইব্রেরি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩। বন্ধকৃত আদমজী জুট মিলের সিদ্ধিরগঞ্জ মৌজায় কাটাতারের বেড়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪। বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সে নব-নির্মিত ভবনের গ্যারেজে স্টিলের গেইট স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫। মানিকগঞ্জস্থ লেমুবাড়িতে পাট পাতা থেকে পানীয় তৈরির ভাড়াকৃত গুদাম সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-জিপিতে দরপত্র সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে

১। বিজেএমসি'র ৭ম তলার কনফারেন্স রুমের রিনোভেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২। কায়েতপাড়া মৌজায় ভূমি উন্নয়ণ কাজ চলমান আছে।
৩। আধুনিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ফ্যাশন ডিজাইন কেন্দ্র স্থাপন কাজ চলমান আছে (৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে)।

পিপিপি প্রকল্প

নো-ভিউ গেস্ট হাউজ শীর্ষক পিপিপি প্রকল্প, চট্টগ্রাম

অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটি কর্তৃক নো-ভিউ গেস্ট হাউজ শীর্ষক প্রকল্পটি নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। Project Delivery Team এবং Project Assessment Committee (PAC) কমিটি গঠন করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইআইএফসি নামক প্রতিষ্ঠানটি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইআইএফসি কর্তৃক Feasibility Study সহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরির কাজ চলছে।

প্রকিউরমেন্ট পর্যায়

শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন প্রকল্প, মতিঝিল, ঢাকা

প্রস্তাবিত স্থানে বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হতে ৪৯ তলা বিশিষ্ট "শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন" নামকরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেভেলপার এর মাধ্যমে ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ডেভেলপার হিসেবে ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রাকযোগ্যতা সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কেপিআইডিসি'র সভায় (জি+২৪) তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করেন। কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৫.১:৬ অনুযায়ী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা বহিনী (এসএসএফ) থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাকযোগ্যতা সম্পন্ন ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১০/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের জন্য আরএফপি প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা উপ-বিভাগ

- বিজেএমসি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে মাসিক সমন্বয় সভা আহ্বান করা হয়েছে।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে চাহিত প্রকল্প ও পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।
- বিজেএমসি কর্তৃক গৃহিত প্রকল্পগুলোর বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি পূর্বক চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সহ সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- অত্র দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর তৈরি করে প্রেরণ করা হয়।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধীরগতি সম্পন্ন মালামালের এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সুইং পার্টস, বল বিয়ারিং ও চেইন ইত্যাদির ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের মিলের বিভিন্ন প্রকার স্ক্র্যাপ মালামাল বিক্রির টেন্ডারসহ অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পর্যবেক্ষণের পর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করে অনুমোদন প্রাপ্তির পর মিলকে অবহিত করা হয়েছে।
- মিলসমূহে পিপিআর-২০০৮ (হালনাগাদ সংশোধনীসহ) অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের জন্য ০৭টি উন্মুক্ত দরপত্র এবং ০৬টি আর এফকিউ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে ও মিলসমূহে ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ভাণ্ডার ক্রয়

- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য Annual Procurement Plan (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন মালামাল এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতিতে ০৪ (চার)টি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বিজেএমসি'র আওতাধীন মিলসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মিলসমূহে ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- মিলসমূহে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে।

বন্ধ আদমজী জুট মিলের স্থাপনা অপসারণ

আদমজী জুট মিলস লিঃ ৩০ শে জুন ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে বিজেএমসি ও বেপজার মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ১২/০৫/২০০৫ তারিখে বিজেএমসি ও বেপজার মধ্যে হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক বন্ধ আদমজী জুট মিলের অবকাঠামো/স্থাপনা বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রুপ ১ ও ২ এর জন্য যথাক্রমে ১১/০১/১৭ ও ১২/০৭/১৭ তারিখে বিক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। গ্রুপ-১ এ ৬৩ টি ও গ্রুপ-২ এ ২৯ টি স্থাপনা ছিল। মাননীয় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিক্রয়াদেশ মোতাবেক পার্টি কর্তৃক ২ নং মিলের প্রায় ৪০% স্থাপনা ভেঙ্গে মালামালসমূহ অপসারণ করছে যাতে বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।

গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিজেএমসিকে আধুনিক করার জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পাটপণ্য বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের জন্য ১৭ টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ–

১। পাট পাতা থেকে জৈব পানীয় উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প:

প্রকল্পটি বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৩.৪৫ লক্ষ টাকা। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় গত ১৯/০১/১৮ তারিখে জামালপুর (সরিষাবাড়ী) তে ফ্যাক্টরি শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রকল্পটির Pilot Project জার্মানির প্রতিষ্ঠান Intertop UG এর সহযোগিতায় মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে বাস্তবায়নাধীন। মানিকগঞ্জের লেমুবাড়িতে উৎপাদিত সমুদয় পাট পাতা (২ টন বা ততোধিক) Intertop UG কর্তৃক ক্রয় করা হবে মর্মে চুক্তি করা হয়েছে। পাট পাতার গুণাগুণ এবং বিভিন্ন Variety সম্পর্কে Intertop UG সাথে দেশ বিদেশের ল্যাবে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। যার ফলাফল সত্তর প্রকাশ করা হবে। উক্ত Piloting Succesful হলে পরবর্তীতে এ বিষয়ে বৃহত্তর প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

২। পাট হতে সোনালী ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের একটি ইউনিট হিসেবে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাট হতে উৎপাদিত পলিব্যাগকে "সোনালী ব্যাগ" নামকরণ করেন। পরিবেশ দূষণকারি পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব "সোনালী ব্যাগ" এর মাধ্যমে পাটের স্বর্ণ যুগের সূচনা হবে। বিজেএমসি খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিকভিত্তিক সোনালী ব্যাগের উৎপাদন শুরু করবে।

৩। "এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা" প্রকল্প :

বিজেএমসি'র আওতাধীন পাটক্রয় কেন্দ্রসমূহ "এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা" প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি পাট চাষীদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু আই কর্মসূচির কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এর ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকগণ প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে এবং সরাসরি ও সঠিকমূল্যে পাটক্রয় কর্মকর্তার নিকট পাট বিক্রয় করতে পারছেন।

৪। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর আওতাধীন ০৩ (তিন) টি মিল বিএমআরইকরণ প্রকল্প

সরকারি অর্থায়নে তিনটি মিল (ইউএমসি, জেজেআই,গালফ্রা হাবিব) বিএমআরইকরণ করার জন্য ১৭৩.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ২৬/০৬/১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ২৫/০৭/২০১৮ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে।

৫। শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল প্রকল্প (মাদারগঞ্জ, জামালপুর)

এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুপাতে পাট এবং তুলার সংমিশ্রণে কাপড় উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮৮৫.৩৭ লক্ষ টাকা। যা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি ৩/৭/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

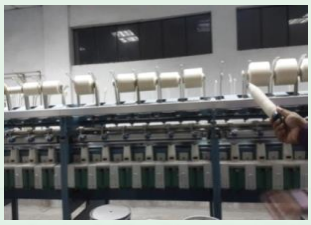

সুতা উৎপাদন

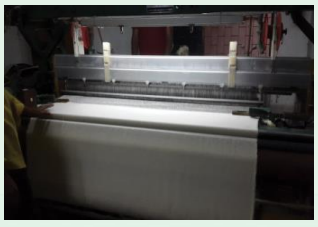

কাপড় উৎপাদন

ডেনিম কাপড়

৬। করিম জুট মিলস লিঃ ও দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ এ ফেল্ট ইউনিট স্থাপন এবং কেএফডি মিলস লিঃ এর বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প

করিম জুট মিলস লিঃ ও দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ এবং কেএফডি মিলে প্রকল্পটি ৩৩৬০.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে করার প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/৬/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

"বহুমুখী পাটপণ্য"

৭। শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন প্রকল্প, মতিঝিল, ঢাকা

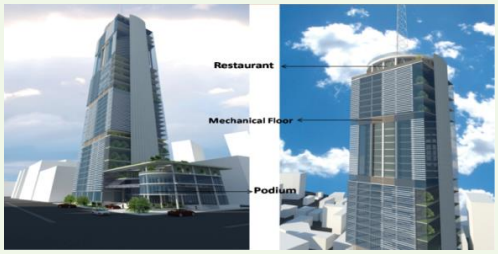

প্রস্তাবিত "শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন"

প্রস্তাবিত স্থানে বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হতে ৪৯তলা বিশিষ্ট "শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন" নামকরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেভেলপার এর মাধ্যমে ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ডেভেলপার হিসেবে ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রাকযোগ্যতা সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কেপিআইডিসি'র সভায় (জি+২৪) তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করেন। কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৫.১:৬ অনুযায়ী ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তা বহিনী (এসএসএফ) থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৮। বহুমূখী পাট পণ্য উৎপাদন ফ্যাক্টরি স্থাপন, ডেমরা, ঢাকা প্রকল্প (করিম জুট মিলস লিঃ)

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৩০২.২৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে করা হবে। অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি ১০/০৭/২০১৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। করিম জুট মিলের খালি জায়গায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৎসরে (১) ফাইন সুতা ১৮৯০ টন, (২) পাটের মসৃন কাপড় ১৮৫০ টন এবং (৩) বিভিন্ন সাইজের ব্যাগ ও অনান্য পণ্য ৩০০,০০০ পিস উৎপাদিত হবে।

"বহুমুখী পাটপণ্য"

৯। পাট হতে ভিসকস উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প

জিওবি অর্থায়নে ১২৯৮৪২.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির ডিপিপির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। VISION HUNTERS LIMITED OY, FINLAND SK-এর সাথে প্রকল্পটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য ০৭/০২/২০১৮ তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। সমীক্ষা দল ০৫/০৮/২০১৮ তারিখে ফিনল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আগমন করেছেন। ০৬/০৮/২০১৮ ও ০৭/০৮/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির ল্যাবরেটরি এবং পাইলট প্লান্ট এর রিপোর্ট নিয়ে বিজেএমসি কর্তৃপক্ষের সাথে বোর্ড রুমে আলোচনা করেছেন। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১০। বিজেএমসি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

বিজেএমসি'র করিম জুট মিলে প্রকল্পটি স্থাপন করা হবে। এটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে, এতে প্রথম ধাপে প্রায় ৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পটির জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ভবন নির্মাণের পাইলিং ও বেইসমেন্ট স্লাব এর কাজ শেষ হয়েছে।

১১। বেলিং হুপস তৈরি কারখানা স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পটি ২০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতি বৎসর বিজেএমসি'র ২২টি পাটকলে প্রায় ১৮/১৯ কোটি টাকার Bailing Hoops আমদানী করতে হয়। এ ইউনিট স্থাপিত হলে বিজেএমসির মিলসমূহের জন্য Bailing Hoops আমদানী করতে হবে না। টেন্ডার মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২২/০৭/২০১৮ তারিখে NOA জারি করা হয়েছে।

১২। পিন ও স্টেভস তৈরি কারখানা প্রকল্প

প্রকল্পটি ১২৭১.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে করিম জুট মিলে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ৫,৩১,৯৯,০৯৪ টাকার ১১,৫১,৪৯,৫৮৯ টি পিন ও ৬,৯৪৮ টি স্টেভস ক্রয় করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

১৩। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীণ চট্টগ্রামস্থ নো-ভিউ গেস্ট হাউজের জমিতে মার্কেট, আবাসিক ফ্ল্যাট ও রিসোর্ট নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পিপিপি গাইডলাইন অনুসারে বিজেএমসি কর্তৃক Project Delivery Team গঠন করা হয়। পিপিপি হতে অর্থ সহায়তায় PPTAF Application Form পূরণপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। Project Assesment Committee (PAC) কমিটিতে বিজেএমসি'র প্রতিনিধি হিসেবে ০২ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

১৪। প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট মেশিন স্থাপন

আমিন জুট মিলস লিঃ ও ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ এ প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ এ আরো একটি প্রিমিয়ার ল্যামিনেশন প্লান্ট মেশিন স্থাপন করা হবে।

১৫। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ২২টি মিল বিএমআরই করণ

প্রকল্পটি জি টু জি ভিত্তিতে চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য China Texmatech Co Ltd., China Hi-tech textile Design Institute Co. Ltd. এবং Wahan Textile Design-এর Joint Venture কোম্পানীর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়।

১৬। গালফ্রা হাবিব লিঃ এ সয়েল সেভার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারি উৎপাদন প্রকল্প

খালিশপুর জুট মিলে পরীক্ষামূলকভাবে জিওজুট উৎপাদন করছে। গালফ্রা হাবিব লিঃ আরও ০১টি Roving Frame মেশিন তৈরি করছে। ৮০% কাজ শেষ হয়েছে।

১৭। Enterprise Resource Planning (ERP) প্রকল্প

বিজেএমসি'র পাটক্রয়, পাটপণ্য বিক্রয়, শ্রমিক উপস্থিতি ও মজুরী, ওভারটাইম প্রদান, বিদ্যমান স্টক ইত্যাদি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিট্যালাইজড করার লক্ষ্যে বিজেএমসি'র আওতাধীন সকল মিলের বিভাগীয় কার্যক্রমকে সমন্বয় করে ১৬টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ

১। মান নিয়ন্ত্রণ

ক) সংস্থার মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক গত ২০১৭-১৮ পাটক্রয় মৌসুমে সময়ে সময়ে বিভিন্ন মিলের পাটক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করে ক্রয়কৃত পাটের আর্দ্রতা ও যাচাইমান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রাপ্ত অনিয়ম দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং মিলের গুদামে মজুদ পাট পরিদর্শন করে পাটের আর্দ্রতা, যাচাইমান ও সংরক্ষণের বিষয়ে জোর তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করায় গুণগত মান সম্পন্ন পাটক্রয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

পাট পরিদর্শন ও আর্দ্রতা পরীক্ষণ

খ) পাটপণ্যের বিশ্ববাজার ক্রেতার মার্কেট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদনের জন্য মিলের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক সার্বক্ষণিকভাবে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা যেমন– পাটের মোড়ার ওজন পরীক্ষা, ইমালশনের স্থায়িত্বকাল ও প্রয়োগের হার পরীক্ষা, স্লাইভার ও সূতার বিভিন্ন গুণগত মানের পরীক্ষা এবং কাপড়ের ভারী/হালকা ও শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণার্থে যথাসময়ে উৎপাদন বিভাগকে অবহিত করার ফলে সঠিক মানের পাটপণ্য উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে আসছে। ফলে বিগত বৎসরে ক্রেতাগণের নিকট হতে পণ্যের মানের বিষয়ে কোন দাবী/অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।

গবেষণাগারে পাট ও পাটজাত পণ্যের বিভিন্ন পরীক্ষণ

গ) তাছাড়া মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পণ্যের প্রি-শিপমেন্ট সার্ভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও ক্রেতার আস্থা অর্জন করেছে। ফলশ্রুতিতে গত ২০১৭-২০১৮ ইং অর্থ বছরে মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক বিদেশী সুদানী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ১,১০,৩২৯ (এক লক্ষ দশ হাজার তিনশত উনত্রিশ) বেল এবং সিরিয়ান ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) বেল পাটপণ্য প্রি-শিপমেন্ট সার্ভে এবং দেশীয় ক্রেতার (খাদ্য বিভাগ) চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৪১,৯৭৫ (একচল্লিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর) বেল পাটপণ্য প্রি-ডেলিভারী সার্ভে করে কোয়ালিটি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। এতে বিজেএমসি'র প্রায় ১৭ (সতের) লক্ষ টাকা আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।

পাটজাত পণ্যের সার্ভে কার্যক্রম

২। গবেষণা

ক) ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম

গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডাইভারসিফাইড পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশি/বিদেশি ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক লোগো ও ডিজাইন অনুযায়ী প্রায় ৩,৩১,৪৮৭/= (তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত সাতাশি) টাকার পণ্য সরাসরি গবেষণা বিভাগ হতে এবং ২,০৩,৬৫,৩২২/= (দুই কোটি তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত বাইশ) টাকার ডাইভারসিফাইড পাট পণ্য মিল হতে বিক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে/বিদেশে বিভিন্ন সরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৫২,৫৪০/= (বায়ান্ন হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকার ডাইভারসিফাইড পাট পণ্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

খ) ফুড গ্রেড পাটপণ্য উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং

গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বিজেএমসি'র ০৭(সাত) টি মিলে বর্তমানে উৎপাদনরত ফুড গ্রেড পাটপণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যে আনসেপোনিফায়েবল ম্যাটারের উপস্থিতি আইজেও ৯৮/১ এর মাত্রা অনুযায়ী ১২৫০ পিপিএম এর মধ্যে রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি মিল হতে নিয়মিত নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিসিএসআইআর এর ল্যাব হতে পরীক্ষণ করে ফলাফল মিলকে অবহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশি/বিদেশি ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ৭৭,৬৪২/=(সাতাত্তর হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ) টাকার ফুড গ্রেড পাটপণ্যের নমুনা বিক্রয় করা হয়েছে।

ফুডগ্রেড পাটজাত পণ্য

গ) জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত

জুট জিও টেক্সটাইলের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যবহারকারী সকল প্রতিষ্ঠান/ স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া, জুট জিও টেক্সটাইলের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধির জন্য বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ন্যাচারাল এডিটিভ ট্রিটমেন্ট প্রযুক্তিটি গ্রহণ করার জন্য বিজেআরআই এর সাথে এনডিএ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই প্রযুক্তিটি গ্রহণ করে ন্যাচারাল এডিটিভ ট্রিটমেন্ট জুট জিও টেক্সটাইল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করা হবে।

জুট জিও টেক্সটাইল

প্রশিক্ষণ

বিজেএমসি'র প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ২৮০৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। যেখানে ২৩৬৭ জন পুরুষ ও ৪৩৯ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

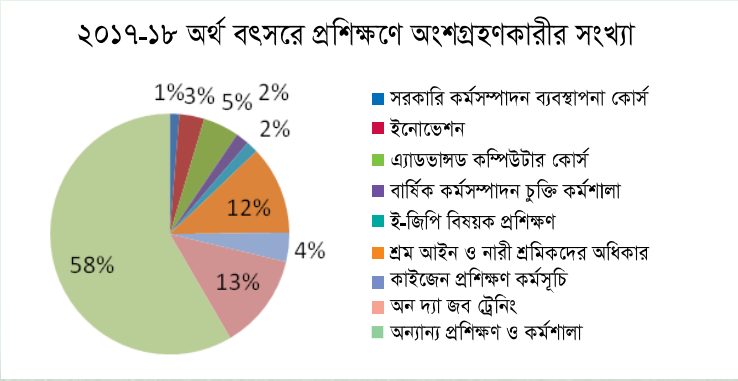

বিদেশে প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গত ২৮-০৫-২০১৮ হতে ০১-০৬-২০১৮ তারিখে Asian Institute Of Technology, Bankok, Thailand অনুষ্ঠিত Professional Development Course on "Corporate innovation and financial project evaluation" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১০ (দশ) জন কর্মকর্তার মধ্যে বিজেএমসি'র একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশে শিক্ষাসফর

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি'র উদ্যোগে, "Post Graduate Diploma in Information & Communication Technology for Development (PGDICT4D)" কোর্সের অংশ হিসেবে ০৫-১২ ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে মালয়েশিয়াতে শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনকৃত এ শিক্ষাসফরে বিজেএমসি থেকে ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত শিক্ষাসফরে তারা কোর্স সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

এমআইএস ও আইটি

Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন

- "বিজেএমসি'র মানব সম্পদ, হিসাব ও অর্থ, উৎপাদন, পাটক্রয়, বিক্রয় ও রপ্তানী, মান নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পুরকৌশল, ভান্ডার ও ভাণ্ডার ক্রয়, নিরীক্ষা ইত্যাদি একটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিট্যালাইজড করার লক্ষ্যে বিজেএমসি'র আওতাধীন সকল মিলের বিভাগীয় কার্যক্রমকে সমন্বয় করে ১৬টি মডিউল তৈরি করা হয়েছে।
- ERP Software ক্রয়ের জন্য টেন্ডার কার্যক্রম চলছে। ERP বাস্তবায়িত হলে সকল কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন করা যাবে। ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজ সম্পাদিত হবে। সময় বাঁচবে/অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর হবে/তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধশালী হবে/যেকোন সিদ্ধান্ত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করা যাবে।

ই-টেন্ডারিং/ইজিপি

সংস্থার ক্রয়কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ই-টেন্ডারিং/ইজিপি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

Group Message পদ্ধতি

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অত্র সংস্থায় Group Message পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের Message প্রেরণ করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং কার্যক্রম

বিজেএমসিকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেক দপ্তরে শুরু করা হয়েছে।

বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়সহ কিছু সংখ্যক মিলে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের হাজিরা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। সকল মিলে সম্পূর্ণভাবে বায়োমেট্রিক ডিভাইস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

পাটক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন

বিজেএমসি'র মিলগুলোর পাটক্রয় কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য পাটক্রয় কেন্দ্রে অটোমেশন পদ্ধতি চলমান। অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাও অন্তর্ভূক্ত আছে।

"এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা" পাইলট প্রকল্প

বিজেএমসি'র আওতাধীন ২টি মিলের ২টি কেন্দ্রে "এসএমএস ভিত্তিক পাট ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যবস্থা" পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি পাটচাষীদের কাছ থেকে পাট ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিপণন ব্যবস্থায় সেবা সহজীকরণ

বিপণন ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি ইনোভেটিভ অ্যাপস প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। যা বাস্তবায়িত হলে বিপণন ব্যবস্থাপনায় ব্যবসা আরও গতিশীল ও সহজীকরণ হবে।

হিসাব ও অর্থ

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম আর্থিক লেনদেন, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে–

- সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকে/এটিএম বুথ থেকে উত্তোলনের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;
- পূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব সংকলন পরবর্তী অর্থবছরের ১৫ জুলাই এর মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- A/C Payee চেক এর মাধ্যমে সকল লেনদেন সম্পাদন করা হচ্ছে।
- ক্রয়পূর্ব নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- বিজেএমসি ও মিলসমূহের আর্থিক লেন-দেন কার্যক্রম নেটওয়ার্ক এর আওতায় নেয়া হয়েছে।
- সকল স্তরে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে লোকসানের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।
- বিজেএমসি ও মিলসমূহের সম্পদ ও দায় বিবরণী নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত) ২০১৭-১৮

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	বিবরণ	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট
১	স্থানীয় বিক্রয়	১৬০৪৯.০৩	৯৭৯৩.১৮	১৮৬৩.৮৯	৬৪৭.৩৫	৬৩৬০.৭১	৩৪৭১৪.১৬
২	বৈদেশিক বিক্রয়	১৫০০২.৯৯	৫১৯৬৬.৯০	৫৫৮৬.৫৭	৭৮৯.১৬	১৭২৭.১৬	৭৫০৭২.৭৮
৩	সাবসিডি	১৫২৩.০৭	৫৪৩৬.৪২	৫৫৮.৬৯	৩৮.৩১	১৭২.৭২	৭৭২৯.২১
৪	অপরিচালন আয়	৮০.০৪	২৫৬.৩০	৫৩.৩৭	২৭.৬১	২২.৪৪	৪৩৯.৭৬
৫	মোট আয় (১-৪)	৩২৬৫৫.১৩	৬৭৪৫২.৮০	৮০৬২.৫২	১৫০২.৪৩	৮২৮৩.০৩	১১৭৯৫৫.৯১
৬	কাঁচা পাটের ব্যবহার	১২৩৯১.৫৫	৪৪৬২১.৩৮	৪৫২৫.৬৭	১৫২২.১১	১৮০৭.০২	৬৪৮৬৭.৭৩
৭	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	১৪৭৯.০৩	৪৭৩৩.২৭	৪৪৫.৬২	৯৯.৮৮	২৬৬৩.৩৫	৯৪২১.১৫
৮	মজুরী	১৫০০৫.৩০	৪১৬১৭.৪৬	৫৩৫৬.৩৫	৭৮৯.২৭	১১৫৯.০৪	৬৩৯২৭.৪২
৯	বেতন	৩১০১.২৫	৮৯৫৩.৪৯	১৪৯০.৩২	৬১০.৭৯	৭১৪.৯৮	১৪৮৭০.৮৩
১০	বিদ্যুৎ	১৮১০.৫৪	৩৫৫৫.৫৬	৬৮০.০৪	১৬১.৪৫	১৪১.৫৭	৬৩৪৯.১৬
১১	জ্বালানী	৩০২.৪১	২২৩.৫০	১৩৫.৪৮	৩.৩৫	১৭.১৭	৬৮১.৯১
১২	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	২০৯১.৪৭	৩৯১৪.৬৭	৭২০.৭৪	১২৪.৮৬	১৫৯.৯২	৭০১১.৬৬
১৩	অবচয়	১৩৫.৫৫	৩০৬.৪৩	৬৯.৪৬	৪১.৩৭	২৩.২৫	৫৭৬.০৬
১৪	বীমা	১০৫.৯৯	২৬৫.৭৪	৪৮.২৭	১৫.০১	১৬.৪২	৪৫১.৪৩
১৫	অন্যান্য কারখানা পরিব্যয়	১৭৫.৪৬	৩২০.৭৩	৬৭.৬১	৩৭.০৯	৫০.৭২	৬৫১.৬১
১৬	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়	(১২.৫১)	(৩৯৬.৩০)	২৭০.৮৫	(৯৩.২২)	১৮৫.০৭	(৪৬.১১)
১৭	মজুরী পণ্যের সমন্বয়	(৯৬১.০৮)	(১৩০৪৯.৬৫)	(৩৫৯২.৯৫)	(৮৭৮.২৮)	৫৮৩.৪৭	(১৭৮৯৮.৪৯)
১৮	প্রশাসনিক ব্যয়	৯০৩.৩৮	১৬৭৬.৭৩	৩৪১.৭২	১৭৮.৫৭	২২১.৯৮	৩৩২২.৩৮
১৯	বিক্রয় ব্যয়	৫৯৭.৪২	১৪০৫.৩৫	১৯৩.৬৫	২৪.৫৭	৯৪.৭৫	২৩১৫.৭৪
২০	সুদ বাবদ ব্যয়	২৩৬৫.৪৯	৪২৯৭.৭৩	১০৭৬.৯৫	৫৮.৪৯	২৭৬.৮৬	৮০৭৫.৫২
২১	মোট ব্যয় (৬..+২০)	৩৯৪৯১.২৫	১০২৪৪৬.০৯	১১৮২৯.৭৮	২৬৯৫.৩১	৮১১৫.৫৭	১৬৪৫৭৮.০০
২২	নীট লাভ/(ক্ষতি) (৫-২১)	(৬৮৩৬.১২)	(৩৪৯৯৩.২৯)	(৩৭৬৭.২৬)	(১১৯২.৮৮)	১৬৭.৪৬	(৪৬৬২২.০৯)

সম্পদ বিবরণী (২০১৬-১৭)

লক্ষ টাকা

বিবরণ	ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	খুলনা অঞ্চল	নন-জুট	মোট
সম্পত্তি ও পরিসম্পদ :					
স্থায়ী সম্পদের মূল্য	১০৮৮৫৮.৯৩	৯২৬৮৭.৬৬	১৫৪০৩৩.৮	১১১৭৩.৫	৩৬৬৭৫৩.৮৫
বাদঃ পুঞ্জিভূত অবচয়	৩৯৪৪৪.১৯	৪৪৩২২.০৬	৮০৬৭৭.৪৫	৩৩১৬.৬৫	১৬৭৭৬০.৩৫
***নীট স্থায়ী সম্পদ**	৬৯৪১৪.৭৪	৪৮৩৬৫.৬	৭৩৩৫৬.৩	৭৮৫৬.৮	১৯৮৯৯৩.৫০
বিনিয়োগ	৪১৮.৯৬	৩১.৪১	৫৩.৩৬	-	৫০৩.৭৩
চলতি সম্পদ :					
স্টক এন্ড স্টোর	২৩৪২৪.৯৭	১৬৯৪৮.৪৮	৩৯৫৫২.১১	১১৭৩.৪৮	৮১০৯৯.০৪
দেনাদার	২৬২৮৬.৫৬	৭৬৮০.৩৬	৯০৯৮.৬৮	২২১৭.১৫	৪৫২৮২.৭৫
মিলসমূহের পাওনা	৩৭৯৫০.৭৬	৪২৩০.৮	৩৩৬৯.৭	৭৬.৮৫	৪৫৬২৮.১১
অগ্রিম, জমা ও প্রদান	৪৮০০.৫৭	১৯৪৬.০২	৩৩২২.২১	৭০.৮১	১০১৩৯.৬১
প্রাপ্য ইনটেরিম রেভিনিউ	৯১০.৫৩	৩৫০.০৮	১৪৮৪.৮৪	-	২৭৪৫.৪৫
বিজেএমসি চলতি হিসাব	২০৪৫৮.৬৯	৬২২৮.৩৪	৩৮১২.৪৯	-	৩০৪৯৯.৫২
নগদ এবং ব্যাংকে জমা	১৪৪১.৮৪	৩৬৫.৪৬	১০৬০.৬	৩৯৩.৫২	৩২৬১.৪২
মোট চলতি হিসাব	১১৫২৭৩.৯	৩৭৭৪৯.৫	৬১৭০০.৬	৩৯৩১.৮	২১৮৬৫৫.৯
লাভ/(ক্ষতি) হিসাব	২৭০২৬৩.০০	২১৭৩০৪.৮৩	৫২৪৯৩৩.৮৭	৬৩২৭.৯৪	১০১৮৮২৯.৬৪
মোট সম্পদ	৪৫৫৩৭০.৬২	৩০৩৪৫১.৩৮	৬৬০০৪৪.১৯	১৮১১৬.৫৮	১৪৩৬৯৮২.৭৭

***স্থায়ী সম্পদের ব্রেক আপ:** ভূমি, ভূমি উন্নয়ন, দালান কোঠা ও অন্যান্য, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, পরিবহন ও মোটরযান, অন্যান্য সম্পদ

মিলসমূহের মূলধন ও দায়দেনার বিবরণী (২০১৬-১৭)

লক্ষ টাকা

মূলধন ও দায়সমূহ	ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	খুলনা অঞ্চল	নন জুট	মোট
অনুমোদিত মূলধন	২৮৭৫.০০	২৭৬৫.০০	৩৯৫০.০০	১৭০.০০	৯৭৬০.০০
পরিশোধিত মূলধন	১০৪০.৩২	৮৬৮.৪৩	১২৩২.৯০	৭৭.৮৩	৩২১৯.৪৮
সরকারি ইকুইটি কনট্রিবিউশন	৪২০৫.০১	৮১১৩.৯৩	১২৮২১.৮৫	৪৩৫.৪	২৫৫৭৬.১৯
সঞ্চিতি	৮০৯১৫.১১	৬০৪৭৩.৬০	৯২৯০২.৯১	৮৬৪৭.৭৪	২৪২৯৩৯.৩৬
বিজেএমসি চলতি হিসাব	৪৯১১.৪২	১৯০৩২.৯২	৩৫৫৪৩.৩	২১৬৫.৪৮	৬১৬৫৩.১২
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	২৫৭৩৫৬.০৫	১৬৫৭৮৩.১০	৩৮২১৬২.৭৯	৪১৭৩.৫৮	৮০৯৪৭৫.৫২
গ্র্যাচুইটি দেনা (প্রভিশন)	২৬৩৬২.২৩	১২০২৯.৬৬	৪৭৭২৭.৯১	১৬৬৩.৬৪	৮৭৭৮৩.৪৪
চলতি দেনা					
ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ	৪০০৬.৯৫	৩৮৬.০৫	২৮৫৭৬.৩৯	০	৩২৯৬৯.৩৯
পণ্যের বিপরীতে দেনা	১১১৯৯.৮৬	৬০৬৭.৪২	১২৯৮৭.৫৪	১০৭.৬০	৩০৩৬২.৪২
খরচের বিপরীতে দেনা	২৯৯৮.০১	৩৩৬০.২২	৫৫৫০.৮৬	১৫১.৮০	১২০৬০.৮৯
অন্যান্য অর্থায়নের বিপরীতে দেনা	১৭৫৩৭.৫৫	১২০৮৩.২৮	২৫৮৭৩.২২	২৪৯.৪৪	৫৫৭৪৩.৪৯
আন্তঃমিলের নিকট দেনা	৩৬২৪৭.৮৩	২২১৭.৪৫	২২৯৭.৫৯	৯০.২৯	৪০৮৫৩.১৬
গ্র্যাচুইটি দেনা (চলতি)	৮৫৯০.২৮	১৩০৩৫.৩২	১২৩৬৬.৯৩	৩৫৩.৭৮	৩৪৩৪৬.৩১
মোট চলতি দেনা	৮০৫৮০.৪৮	৩৭১৪৯.৭৪	৮৭৬৫২.৫৩	৯৫২.৯১	২০৬৩৩৫.৬৬
মোট মূলধন ও দায়সমূহ	৪৫৫৩৭০.৬২	৩০৩৪৫১.৩৮	৬৬০০৪৪.১৯	১৮১১৬.৫৮	১৪৩৬৯৮২.৭৭

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬৩৭৪	১৪০৪৩.৮১	২১৮	১২৯	৭১.৫৫	৬৪৬৩	১৪৬৬৪.৩৭

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আয়,ব্যয় ও লোকসানের পরিসংখ্যান (প্রভিশনাল)

লোকসানের কারণসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিজেএমসি'র লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪৮১.৫০ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লোকসানের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬৬.২২ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.২৯ কোটি টাকা কম লোকসান হয়েছে। লোকসানের চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- অতিরিক্ত ৯১৭৭ জন অস্থায়ী শ্রমিক-৮২.৫৯ কোটি টাকা (১৭.৭১%)
- ব্যাংক ঋণের সুদ -৮০.৭৬ কোটি টাকা (১৭.৩২%)
- সক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন না হওয়া-১৮৩.০০ কোটি টাকা (৩৯.২৫%)
- সামাজিক দায়বদ্ধতা-২৩.৫৮ কোটি টাকা (৫.০৬%)
- গেট মিটিং/শ্রমিক আন্দোলন-৩৫.৬৯ কোটি টাকা (৭.৬৬%)
- বিদ্যুৎ বিভ্রাট-৪১.৭৬ কোটি টাকা (৮.৯৬%)
- সিবিএ এর কার্যক্রম ১৮.৮৪ কোটি টাকা (৪.০৪%)

বর্তমান অবস্থা হতে উত্তরণের উপায়

- মৌসুমের শুরুতে চাহিদা মোতাবেক পাট ক্রয়;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ;
- বিজেএমসি'র জমিতে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ;
- মিলের অব্যবহৃত জমিতে Jute Related কারখানা স্থাপন;
- পর্যায়ক্রমে পাটকলসমূহের Demand-Based BMRE করণ;
- প্রয়োজন অনুসারে নতুন তাঁত স্থাপন;
- দক্ষ জনবল সুষমকরণ;
- বাৎসরিক টার্গেট অনুসারে পাটজাত পণ্য উৎপাদন;
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- সিবিএ ও নন-সিবিএর ইতিবাচক সহযোগিতা প্রাপ্তি;
- সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৫৬.৪৩ কোটি টাকা লোকসান হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা কৌশল। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃংখলা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) এর তত্ত্বাবধানে, পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদনক্রমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের

অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ৩টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। নিরীক্ষা টিম কর্তৃক সিডিউল অনুযায়ী বিজেএমসি ও সরকারের প্রণীত নীতিমালা, নির্দেশিকা ও সার্কুলারের আলোকে মিলসমূহের (ক) বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদন (Inventory), (খ) বাৎসরিক হিসাব/পারফরমেন্স নিরীক্ষা করা হয়।

(ক) বাৎসরিক বাস্তব প্রতিপাদন (Inventory): প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে মজুদ কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, ভাণ্ডার সামগ্রী ও প্রক্রিয়াজাত মালামালে কোন প্রকার ঘাটতি/বাড়তি আছে কিনা প্রতিপাদনের মাধ্যমে তা উৎঘাটন পূর্বক এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাস্তব প্রতিপাদন সম্পন্ন পরবর্তী এ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করা হয়। মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জারিপত্রের সিদ্ধান্তের অলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিবছর ১ মে হতে ৩১ আগস্ট এর মধ্যে চলতি বছরের বাস্তব প্রতিপাদন সম্পন্ন করা হয়।

(খ) বাৎসরিক হিসাব/পারফরমেন্স নিরীক্ষা: বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম বিজেএমসি ও সরকার কর্তৃক প্রণীত নিয়মনীতি/সার্কুলার অনুসরণ পূর্বক সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক বছরে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সম্পন্ন পরবর্তী আপত্তি সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা টিমের প্রধান কর্তৃক মিলের প্রকল্প প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) বরাবর প্রেরণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) প্রতিবেদনটি যাচাই বাছাই পূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরবর্তী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপত্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত জারিপত্র আকারে সংশ্লিষ্ট মিলকে অবহিত করা হয়। মিল ব্যবস্থাপনা জারিপত্রের সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতিবছর ১ সেপ্টেম্বর হতে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

(গ) মিলের আর্থিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা/জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিজেএমসিকে আরও আধুনিক ও গতিশীল এবং বাস্তবভিত্তিক করার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয় আরও দু'টি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

১। প্রি অডিট টিম গঠন - ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে প্রি অডিট সম্পন্ন করা হলে অনিয়ম আপত্তিস্থলেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

২। অডিট ইন্টেলিজেন্স Affairs টিম গঠন - অডিট ইন্টেলিজেন্স টিম সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের বিশেষ বাহিনী হিসেবে বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন মিলের সমসাময়িক কি কি অনিয়ম হচ্ছে ও হওয়ার সম্ভাবনা/আশংকা রয়েছে এবং এ অনিয়ম রোধকল্পে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় বা আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার তাৎক্ষণিক অবস্থা চিহ্নিতকরণ, উদঘাটন ও বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট সরাসরি রিপোর্ট করবে। যাতে করে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সার্বক্ষণিক সম্পূর্ণরূপে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় থাকে।

তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে প্রধান কার্যালয়ের অডিট ফার্ম নিয়োগ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালে বাস্তব প্রতিপাদন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত ও নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির একটি পরিসংখ্যান ছকের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিবরণ	২০১৬-১৭ সালে উত্থাপিত আপত্তি	২০১৬-১৭ সালে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি	২০১৭-১৮ সালে উত্থাপিত আপত্তি	২০১৭-১৮ সালে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৩১৫	২৫৬	৪৩৫	১৫০
বাস্তব প্রতিপাদন	১৬৩	৪১১	১১৯	৬০

রাশি রাশি সোনালী আঁশে
কৃষাণ কিষাণী সুখে ভাসে

পরিশিষ্ট

জুলাই '১৭ হতে জুন '১৮ পর্যন্ত সময়কালে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন পরিশিষ্ট-১

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
১.	জনাব খান মোঃ কামরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও প্রকল্প প্রধান	আমিন জুট মিলস্ লিঃ	উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাঃ/সাঃ সেবা/বোর্ড এন্ড কোং/প্রসিডিং)
২.	জনাব জাফর বায়েজীদ উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রম কল্যাণ)
৩.	জনাব সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফয়সল উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাতেন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৬.	জনাব শাওন মাহমুদ উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৭.	জনাব চন্দ্র লেখা রায় সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৮.	জনাব কে এম ইমামুল সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৯.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১০.	জনাব রনজিত রায় সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১১.	জনাব মোঃ শাখাওয়াত খন্দকার সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১২.	জনাব ইয়াসমিন সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১৩.	জনাব নন্দিতা সরকার সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১৪.	জনাব আয়শা ছিদ্দিকা সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	বিজেএমসির পে-রোলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে কর্মরত	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১৫.	জনাব মোঃ মোরসেদুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১৬.	জনাব চন্দ্র কান্ত বৈরাগী সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	কার্পেটিং জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
১৭.	জনাব মোঃ রাশিদুল হক সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
১৮.	জনাব মোঃ শাহজাহান কামাল সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
১৯.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (পাট)
২০.	জনাব মিজানুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (পাট)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
২১.	জনাব মোঃ ইয়াছিন মুন্সী সহ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)	জুটোফাইবার গ্লাস ইন্ডাঃ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)
২২.	জনাব পৌষালী সরকার সহ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)
২৩.	জনাব মোঃ রেজওয়ান আলী সহ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (ভাণ্ডার)
২৪.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	কেএফডি লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৫.	জনাব পল্লব কুমার সাহা সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	কার্পেটিং জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৬.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৭.	জনাব এ এ এম মাসুম সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	করিম জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৮.	জনাব নজরুল ইসলাম সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৯.	জনাব এ এন এম মহিদুল হক সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৩০.	জনাব বিমল কৃষ্ণ মন্ডল সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৩১.	জনাব মাহবুবুল আলম সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	স্টার জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৩২.	জনাব সুনীল কুমার মণ্ডল সহ-প্রকৌশলী (পুর)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (পুর)
৩৩.	জনাব মোঃ খায়রুল আলম সহ-প্রকৌশলী (পুর)	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (পুর)
৩৪.	জনাব কাজী মোশারফ হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (মান নিয়ন্ত্রণ)	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (মান নিয়ন্ত্রণ)
৩৫.	জনাব আশরাফ হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৬.	জনাব মোঃ মাহফুজুল আলম সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	করিম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৭.	জনাব মাশফিকা জাহান সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৮.	জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান সহঃ হিসাব কর্মকর্তা	আর আর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৩৯.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহঃ হিসাব কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৪০.	জনাব সঞ্জয় দেব নাথ সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
৪১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)
৪২.	জনাব মাহফুজুর রহমান সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)
৪৩.	জনাব লিটন হালদার সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ইস্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৪.	জনাব মোঃ শফিকুল আলম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	এমএম জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৫.	জনাব মৌসুমী জাহান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৬.	জনাব মোঃ মোনাজাত হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৭.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৮.	জনাব মো: জাহিদ হাসান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৯.	জনাব মোস্তাকিমুর রহমান (হীরা) সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫০.	জনাব মোঃ পলাশ পারভেজ সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫১.	জনাব শামীম হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫২.	জনাব মোঃ শওকত হোসেন রাজা সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৩.	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৪.	জনাব স্বপন মহন্ত সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	স্টার জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৫.	জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৬.	জনাব পলাশ কুমার রায় সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৭.	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৮.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৯.	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬০.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
৬১.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ মিয়া সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬২.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৩.	জনাব আবুল কালাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৫.	জনাব সাইফুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৬.	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৭.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৮.	জনাব দেলোয়ার হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	আমিন জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৯.	জনাব মাজাহারুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭০.	জনাব মোঃ খালেদ মোশাররফ সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭১.	জনাব মুঞ্জুর মোরশেদ খান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭২.	জনাব মোঃ শফিউল আলম উপ-সহঃ প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৭৩.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (পরিকল্পনা)
৭৪.	জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (বিপণন)
৭৫.	জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (প্রশাসন)
৭৬.	জনাব আনার কলি অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (বিপণন)
৭৭.	জনাব সুলতান আহম্মদ হামিদী উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রশাসন ও শ্রম কল্যাণ)
৭৮.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী উচ্চমান সহকারী	ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রশাসন ও শ্রম কল্যাণ)
৭৯.	জনাব আখতার হোসাইন উচ্চমান সহকারী	আমিন জুট মিলস লিঃ	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রশাসন ও শ্রম কল্যাণ)
৮০.	জনাব মাহবুবা আক্তার উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
৮১.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী	ষ্টার জুট মিলস লিঃ	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা
৮২.	জনাব মোঃ তবিবুর রহমান উচ্চমান সহকারী	ষ্টার জুট মিলস লিঃ	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা
৮৩.	জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ শিকদার উচ্চমান সহকারী	করিম জুট মিলস লিঃ	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা
৮৪.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন উচ্চমান সহকারী	ষ্টার জুট মিলস লিঃ	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা
৮৫.	জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান উচ্চমান সহকারী	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	সহকারী হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/ বীমা/এমআইএস কর্মকর্তা
৮৬.	জনাব প্রদীপ মজুমদার মান নিয়ন্ত্রণ সহকারী	খালিশপুর জুট মিলস লিঃ	সহকারী মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা
৮৭.	জনাব সুলতান আহমেদ উচ্চমান সহকারী	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভাণ্ডার)
৮৮.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী জুট মিলস লিঃ	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভাণ্ডার)
৮৯.	জনাব মোঃ শাহরিয়ার পারভেজ উচ্চমান সহকারী	খালিশপুর মিলের পে-রোলে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভাণ্ডার ক্রয়)
৯০.	জনাব মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন উচ্চমান সহকারী	খালিশপুর মিলের পে-রোলে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভাণ্ডার ক্রয়)
৯১.	জনাব মোঃ ইদ্রিছ উচ্চমান সহকারী	আমিন জুট মিলস লিঃ	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা
৯২.	জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী জুট মিলস লিঃ	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা
৯৩.	জনাব আশিকা আক্তার উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলের পে-রোলে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা

দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মোট মান-৮০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬	
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রকৃত অর্জন (Achievement)	প্রাপ্ত মান
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মোট মান-৮০)											
১. ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে কাঁচাপাট ক্রয়	১.১ কাঁচা পাট ক্রয়	১.১.১ ক্রয় কেন্দ্র এবং মিলঘাট থেকে ক্রয়কৃত কাঁচাপাট	লক্ষ মে.টন	৫	১,৫৫,০০০	১,৫৪,৫০০	১,৫৪,০০০	১,৫৩,৫০০	১,৫০,০০০	১,৫৬,৫৩৩	৫
২. স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুসারে পাটজাত পণ্য উৎপাদন	২.১ পাটজাত পণ্য উৎপাদন	২.১.১ উৎপাদিত পাটজাত পণ্য	লক্ষ মে.টন	১০	১,৫০,০০০	১,৪৯,০০০	১,৪৮,০০০	১,৪৭,০০০	১,৪৫,০০০	১,৪৮,০০০	৮
৩. পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বাজারজাতকরণ	৩.১ পাট জাত পণ্য বিক্রয়	৩.১.১ স্থানীয় বাজারে বিক্রিত পণ্য	মে.টন	১০	২৭,০০০	২৬,৮০০	২৬,৬০০	২৬,৪০০	২৬,২০০	২৫,৪১৯	০
		৩.১.২ বৈদেশিক বাজারে বিক্রিত পণ্য	মে.টন	১০	১,০০,০০০	৯৯,০০০	৯৭,০০০	৯৫,০০০	৯৪,০০০	৮৬,৬৭৬	০
৪. বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন	৪.১ বিজেএমসি'র লোকসান কমানো	৪.১.১ মিলসমূহের লোকসান হ্রাসকরণ	কোটি টাকা	৫	১১০	১০০	৯০	৮০	৭০	৩৪	০
৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন	৫.১ পাটকল সমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ	৫.১.১ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ কর্মকর্তা	সংখ্যা	৭	৪১০	৩৯৮	৩৮৮	৩৭৮	৩৭০	৮৭৫	৭
		৫.১.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা কর্মকর্তা	সংখ্যা	২	৬০	৫৫	৫০	৪২	৩৮	৬১	২
		৫.১.৩ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ কর্মচারী/শ্রমিক	সংখ্যা	৫	৮০০	৭৯৫	৭৯০	৭৮৩	৭৮০	১৪৯২	৫
		৫.১.৪ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা কর্মচারী/শ্রমিক	সংখ্যা	১	৯০	৮৯	৮৮	৮৭	৮৫	৩৭৮	১
৬. প্লান্ট ও মেশিনারি আধুনিকায়ন এবং কার্যক্ষম রাখা	৬.১ মিল সমূহের প্লান্ট ও মেশিনারি সংরক্ষণ কার্যক্রম	৬.১.১ সংরক্ষিত মেশিনারির সংখ্যা	সংখ্যা	৫	১৫,৪০০	১৫,৩৮০	১৫,৩৬৫	১৫,৩৫০	১৫,৩২০	২০,৮০৪	৫

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬	
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রকৃত অর্জন (Achievement)	প্রাপ্ত মান
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৭. আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান বৃদ্ধিকরণ	৭.১ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন	৭.১.১ শ্রমিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	সংখ্যা	৫	৫৩,৬০০	৫০,০০০	৪৬,০০০	৪২,০০০	৩৮,০০০	১,০৮,২১৭	৫
	৭.২ মিলের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সনদ অর্জন	৭.২.১ পাশকৃত শিক্ষার্থী	%	৫	৯৩%	৯২%	৯১%	৯০%	৮০%	৯৫%	৫
	৭.৩ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ	৭.৩.১ জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট এ অংশগ্রহণ	সংখ্যা	৩	৯	৮	৭	৬	৫	৬	৩
		৭.৩.২ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ	সংখ্যা	২	২	১	-	-	-	১	২
৮. অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৮.১ 'সোনালী আঁশ ভবন' নির্মাণ	৮.১.১ ভবন নির্মাণকল্পে পিপিআর অনুসারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া	কাজের পর্যায়	৫	চুক্তি সম্পাদন	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন	বিজেএমসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন	প্রস্তাব মূল্যায়ন	RFP এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাব প্রাপ্তি	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন	৪.৫

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মোট মান-২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬	
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রকৃত অর্জন (Achievement)	প্রাপ্ত মান
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মোট মান-২০)											
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	.৫
	মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৫ জুন	১৮ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	১৪ জুন	১
	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই	১৬ জুলাই	১
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-	৪	.৫
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি	১৪ জানুয়ারী	১
কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	১
	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	.৫
	পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	.৫
	সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯০	১
	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবেক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮০	১
	দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে দুটি অনলাইন সেবা চালু করা	কমপক্ষে দুটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-	৩১ ডিসেম্বর	১
	দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-	৩১ ডিসেম্বর	১

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬	
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target /Criteria Value for FY 2017-18)					প্রকৃত অর্জন (Achievement)	প্রাপ্ত মান
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২৫ জানুয়ারি	৩১ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	১
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	-	২৫	১
আর্থিক	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫৯	১
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল	১ ফেব্রুয়ারি	১
		অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল	১ ফেব্রুয়ারি	.৫
	দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	.৫	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর	১৫ অক্টোবর	.৫
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়*	জনঘণ্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১৩ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-	১৩ জুলাই	.৫
		নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-	৪	.৫
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০	.৫
	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০	.৫
	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর	১৫ অক্টোবর	১
									মোট অর্জন (Composit Score)		৭২ .৫

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯

নিম্নে বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ প্রদর্শিত হলো-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১. ন্যায্য মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে কাঁচাপাট ক্রয়	৫	১.১ কাঁচা পাট ক্রয়	১.১.১ ক্রয় কেন্দ্র এবং মিলঘাট থেকে ক্রীত কাঁচাপাট	মে.টন	৫	১,৭০,৯১৯	১,৫৪,০০০	১,৫৫,০০০	১,৫৪,৭০০	১,৫৪,৪০০	১,৫৪,০০০	১,৫৩,৫০০	১,৬০,০০০	১,৬১,০০০
২. স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুসারে পাটজাত পণ্য উৎপাদন	১০	২.১ পাটজাত পণ্য উৎপাদন	২.১.১ উৎপাদিত পাটজাত পণ্য	মে.টন	১০	১,৪৭,০০০	১,৪০,০০০	১,৪৫,০০০	১,৪৩,০০০	১,৪১,০০০	১৪০,০০০	১,৩৫,০০০	১,৫০,০০০	১,৫২,০০০
৩. পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বাজারজাতকরণ	১৭	৩.১ পাটজাত পণ্য বিক্রয়	৩.১.১ স্থানীয় বাজারে বিক্রিত পণ্য	মে.টন	৫	২৬,৪০০	১৯,০০০	২২,৩০০	২১,০০০	২০,০০০	১৯,০০০	১৮,৫০০	২২,৫০০	২৩,০০০
			৩.১.২ বৈদেশিক বাজারে বিক্রিত পণ্য	মে.টন	১০	৯৫,০০০	১,১৮,০০০	১,০২,০০০	৯৯,০০০	৯৭,০০০	১,০০,০০০	৯৫,০০০	১,০৩,০০০	১,০৪,০০০
			৩.১.৩ পাট থেকে সোনালী ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট উৎপাদন)	সংখ্যা (পিস)	১	-	-	৬,০০,০০০	৫,৫০,০০	৫,২৫,০০০	৫,০০,০০০	৪,৭৫,০০০	৬,৫০,০০০	৭,০০,০০
			৩.১.৪ পাট পাতা থেকে পানীয় উৎপাদন (পাইলট উৎপাদন)	টন	১	-	-	১	-	-	-	-	৫	১০
৪. বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন	২	৪.১ বিজেএমসি'র লোকসান কমানো	৪.১.১ মিলসমূহের লোকসান হ্রাসকরণ	কোটি টাকা	২	-	১০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	-	-
	৩	৪.২ মিলসমূহের বোর্ড মিটিং আয়োজন	৪.২.১ আয়োজিত বোর্ড মিটিং	সংখ্যা	৩	-	-	৭৫	৫০	২৫	-	-	৭৫	৭৫
৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৫	৫.১ পাটকল সমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ	৫.১.১ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ	সংখ্যা	১০	১১৬১	১২১০	১২২৫	১২১১	১২০২	১১৯২	১১৬০	১৪০০	১৬০০
			৫.১.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা	সংখ্যা	৫	১২৯	১৫০	১৫২	১৪৫	১৪১	১৩৩	১২৮	১৫৭	১৬৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬. উৎপাদিত মজুদ পরিস্থিতি	৫	৬.১ উৎপাদিত মজুদ নিষ্পত্তি	৬.১.১ উৎপাদিত মজুদ নিষ্পত্তি	সংখ্যা	৫	-	-	৬০%	৫৫%	৫০%	৪৫%	৪০%	৬৫%	৭০%
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান বৃদ্ধিকরণ	৮	৭.১ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন	৭.১.১ শ্রমিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	সংখ্যা	৩	-	৫৩,৬০০	৫৫,০০০	৫৪,৫০০	৫৪,০০০	৫৩,৬০০	৫৩,০০০	৫৮,০০০	৬০,০০০
		৭.২ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ	৭.২.১ জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট এ সাফল্য	পদক	৩	৫৭	৪৪	৩০	২৫	২০	১৫	১০	৩০	৩০
			৭.২.২ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টুর্নামেন্ট এ সাফল্য	পদক	২	৫	২২	১০	৯	৮	৭	৬	১০	১০
৮. অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১০	৮.১ ' শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন' নির্মাণ	৮.১.১ ' শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন' নির্মাণ। (ডেভেলপারের মাধ্যমে)	%	৪	-		৫	৪	৩	২	১	২০	৫০
		৮.২ আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন	৮.২.১ পাট ও পাটজাত পণ্যের মানের উপর গবেষণা	সংখ্যা	১	-	-	১	-	-	-	-	১	১
			৮.২.২ ডাইভারসি-ফিইড পণ্য তৈরির উপর গবেষণা	সংখ্যা	১	-	-	২	-	-	-	-	২	২
			৮.২.৩ বাজার সম্প্রসারণের উপর গবেষণা	সংখ্যা	১	-	-	১	-	-	-	-	১	১
		৮.৩ বেলিং হুপস্ কারখানা স্থাপন	৮.৩.১ বেলিং হুপস্ কারখানা স্থাপন প্রকল্পের কাজে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া	%	৩	-	-	৫	৪	৩	২	১	৫০	১০০

শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণই আমাদের অগ্রাধিকার

Web: www.bjmc.gov.bd
E-mail: bjmc.bd@gmail.com
Pabx: 9558182-6, 9558192-6
Fax: 880-2-567508, 9564740